কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী অ্যাপিল বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

সংরক্ষিতঃ ০৬.০৯.২০২৩

রায়দানঃ ০৫.১০.২০২৩

বর্তমানঃ

সম্মাননীয় বিচারপতি শ্রী শেখর বি. সারাফ

২০২১-এর আর. ভি. ডব্লিউ ১৬৩

২০২১-এর সি. এ. এন ১

২০২৩-এর সি. এ. এন ৩

সঙ্গে

২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৩০৮৬

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

বনাম

সুদীপ্ত ঘোষ

উপস্থিতিঃ

মো. টি. এম. সিদ্দিকী

শ্রী এস. আদাক ....আবেদনকারীদের জন্য

শ্রী শক্তি পদ জানা

শ্রী শুভজ্যোতি দাস .... উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীর জন্য

রায়

বিচারপতি শেখর বি. সরাফ,

১. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যদের দ্বারা পছন্দ করা তাত্ক্ষণিক পর্যালোচনার আবেদন (এরপরে "আবেদনকারী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ১১ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে ২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৩০৮৬-এ আদালত দ্বারা পাস করা একটি আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

তথ্য

২. তাত্ক্ষণিক পর্যালোচনার আবেদনের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি আমি নীচে তুলে ধরেছিঃ

ক. তাৎক্ষণিক পর্যালোচনা আবেদনের উত্তরদাতা সুদিপ্ত ঘোষ গণিতে বি. এসসি. (অনার্স) যোগ্যতাসম্পন্ন ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক বিদ্যালয় পরিষেবা কমিশন, উত্তর অঞ্চল দ্বারা পরিচালিত ১১ আরএলএসটি, (এটি), ২০১০-এ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন এবং নির্বাচিত হওয়ার পরে, তাঁর নাম সুপারিশ করা হয়েছিল হরিভাঙ্গা জুনিয়র হাই স্কুল, জেলা-কোচবিহার (এরপরে 'স্কুল' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এ গণিতে সহকারী শিক্ষক (অনার্স) পদে নিয়োগের জন্য ২৪শে জুন, ২০১১ জারি করা নিয়োগপত্র অনুসারে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০শে জুলাই, ২০১১ তারিখে, রিট

আবেদনকারী ২৫শে জুলাই, ২০১১ তারিখে চাকরিতে যোগ দেন। কোচবিহারের স্কুলগুলির জেলা পরিদর্শক (এস. ই.) (এখানে "স্কুলগুলির ডিআই" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ১৭ই আগস্ট, ২০১১ তারিখের মেমো দ্বারা আরওপিএ বিধি, ২০০৯-এর অধীনে নির্ধারিত সম্মান স্কেল সহ রিট আবেদনকারীর নিয়োগ অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীকালে রিট আবেদনকারীর নিয়োগ ছিল ১৭ই মে, ২০১৩ তারিখের মেমো-র মাধ্যমে স্থায়ীভাবে অনুমোদিত।

খ. রিট আবেদনকারী দূরশিক্ষার মাধ্যমে ১ম অধিবেশনের জন্য বিনায়ক মিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এসসি কোর্স করছিলেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। রিট আবেদনকারী স্কুলে চাকরিতে প্রবেশের আগে তার এম. এসসি পার্ট-১ কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন। রিট আবেদনকারী দূরত্বের মাধ্যমে তার এম. এসসি পার্ট-২ কোর্স শেষ করার অনুমতির জন্য স্কুলের পরিচালনা কমিটির কাছে আবেদন করেছিলেন। স্কুলের অ্যাড-হক কমিটি ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের বৈঠকে রিট আবেদনকারীকে তার এম. এসসি পার্ট-২ পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়ার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সদস্য সচিব অর্থাৎ এস. আই। বিদ্যালয়গুলির সদর সার্কেল-৪, হরিভাঙ্গা তার ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সহ আবেদনকারীর আবেদনটি এম. এসসি পার্ট-২ পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দেওয়ার অনুমতি চেয়ে বিদ্যালয়গুলির ডি. আই.-এর কাছে প্রেরণ করে।

গ. রিট আবেদনকারী ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত এম. এসসি পার্ট-২ পরীক্ষায় বসার জন্য অধ্যয়নের ছুটি মঞ্জুর করার জন্য স্কুলের অ্যাড-হক কমিটির সদস্য সচিবের কাছে আবেদন করেছিলেন। সদস্য সচিব রিট আবেদনকারীকে পাঁচ দিনের অধ্যয়নের ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। উক্ত অধ্যয়নের ছুটি পাওয়ার পরে, রিট আবেদনকারী তার এম. এসসি পার্ট-২ পরীক্ষায় বসেছিলেন এবং সফলভাবে একই পাস করেছে।

ঘ. গণিতের বি. এস. সি. (অনার্স) থেকে এম. এস. সি.-তে আবেদনকারীর যোগ্যতা উন্নীত হওয়ার পর রিট আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট আর. ও. পি. এ নিয়ম অনুযায়ী স্নাতকোত্তর বেতন প্রদানের জন্য ২০১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। স্কুলের অস্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব ৭ই জুলাই, ২০১২ তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে রিট আবেদনকারীর আবেদনটি তার বিবেচনার জন্য স্কুলগুলির ডি. আই.-এর কাছে প্রেরণ করেন। রিট আবেদনকারী তার বিবেচনার জন্য। রিট আবেদনকারী তার এম. এসসি যোগ্যতার জন্য স্নাতক স্কেলের বেতন প্রদানের জন্য স্কুলের ডি. আই-এর কাছেও আবেদন করেছিলেন।

ঙ. যেহেতু রিট আবেদনকারীকে স্নাতকোত্তর বেতন স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে ডি.আই. স্কুল কর্তৃক কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হচ্ছে, তাই এই আদালতে একটি রিট আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। ২০১৭ সালের ২০ ডিসেম্বর এই রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয় এবং স্কুলের ডি.আই.কে আইন অনুসারে আবেদনকারীর স্নাতকোত্তর বেতন স্কেলের দাবি বিবেচনা করার এবং যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং আদেশের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে রিট আবেদনকারীকে তা জানানো হয়।

চ. রিট আবেদনকারীকে ১৫ জানুয়ারী, ২০১৯-এ স্কুলগুলির ডিআই অফিসে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল। রিট আবেদনকারী উক্ত তারিখে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২১ জানুয়ারী, ২০১৯-এ, রিট আবেদনকারী স্কুলগুলির ডিআই থেকে একটি যোগাযোগ পেয়েছিলেন। উক্ত আদেশ দ্বারা, এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে রিট আবেদনকারী স্কুলগুলির ডিআই-এর কাছ থেকে পূর্ব অনুমতি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন যা ২৭ নভেম্বর, ২০০৭-এর সরকারী আদেশ নং ৫৯৩-এসই (বি)-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ছিল। অতএব, উক্ত সরকারী আদেশের ক্রমিক নং ৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে রিট আবেদনকারীকে স্নাতকোত্তর স্কেল অফ পে-এর অধিকারী বলে মনে করা হয়নি। উক্ত যোগাযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে রিট আবেদনকারী ডব্লিউপিএ ২০১৯ সালের ৩০৬৮ একটি রিট আবেদন এই আদালতের সামনে প্রদান করেন।

ছ. ১১ই জানুয়ারী, ২০১১ তারিখে ২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৩০৮৬-এ গৃহীত একটি আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত স্কুলগুলির ডি. আই দ্বারা গৃহীত ২১শে ডিসেম্বর, ২০১৯-এর আদেশটি বাতিল করে দেয় এবং কর্তৃপক্ষকে স্নাতকোত্তর কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষার শেষ তারিখের পরের তারিখ থেকে রিট আবেদনকারীকে উচ্চতর বেতন দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

জ. ২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৩০৮৬-এ গৃহীত ১১ই জানুয়ারি, ২০১১ তারিখের পূর্বোক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীর অ্যাপ্লিকেশন তাৎক্ষণিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আবেদনকারীদের বক্তব্য

৩. মোহ. টি. এম. সিদ্দিকী, আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী নিম্নলিখিত কথা বলেছেনঃ

ক. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ২৮শে এপ্রিল, ২০০৯ তারিখের চিঠি নং এফ. ৯-সিপিপি-১ (সিপিপি-১)-এর মাধ্যমে রাজ্যের বাইরে কোনও অধ্যয়ন কেন্দ্র বা অফ-ক্যাম্পাস কোর্স পরিচালনার জন্য সমস্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। অধ্যাপক যশপাল-ভি-ছত্তিশগড় সরকারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে ইউজিসি দ্বারা ২৮শে এপ্রিল, ২০০৯ তারিখের এই চিঠিটি জারি করা হয়েছিল। ২৮শে এপ্রিল, ২০০৯ তারিখের চিঠির পাশাপাশি ইউজিসি ২৭শে জুন, ২০১৩ তারিখে একটি পাবলিক নোটিশ জারি করে জানিয়েছিল যে এটি কোনও অফ-ক্যাম্পাস বা অধ্যয়ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমতি দেয়নি। উপরন্তু, এই আদালত ডব্লিউ. পি-তে এই চিঠিটি জারি করেছিল। ২০১৬ সালের ৫৬৬২ (ডাব্লু) বলেছিল যে তামিলনাড়ুর সালেমের ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনায়ক মিশন রিসার্চ ফাউন্ডেশন থেকে ডিগ্রি শংসাপত্রগুলি অধিদপ্তরের মাধ্যমে

দূরত্ব শিক্ষার কোনও বৈধতা নেই। ফলস্বরূপ, আবেদনকারীর এম. এসসি পাস শংসাপত্রটি ২৭শে নভেম্বর, ২০০৭ তারিখের জিও. ৫৯৩-এসই (বি)-এর ৫ম অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত ইউজিসি নীতি অনুসারে বৈধ নয়। যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, রিট আবেদনকারীর এম. এসসি পাস শংসাপত্র সম্পর্কিত উক্ত তথ্যটি এই আদালতের সামনে পেশ করা যায়নি।

খ. এটি বিনীতভাবে বলা হয়েছে যে এখানে যে কারণগুলি নেওয়া হয়েছে তা কোনওভাবেই ছদ্মবেশে আপিল করার চেষ্টা নয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত রায়ে-বনাম-রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কনফেডারেশন ২০১৯ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৯১৮১-এ রিপোর্ট করেছে যে এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে পর্যালোচনা রক্ষণযোগ্য নয়, যখন এটি ছদ্মবেশে আপিল হয়। উক্ত রায়ের পর্যালোচনার থেকে এটি স্পষ্ট যে যে ভিত্তিতে পর্যালোচনা আবেদনের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল তা কোডের আদেশ সিভিল প্রসিডিউর, ১৯০৮ ৪৭ বিধি ১-এর পরামিতিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না :

২. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান অ্যাটর্নি জেনারেল বিভিন্ন ভিত্তিতে পর্যালোচনা চেয়েছিলেন তা নীচে গণনা করা হয়েছেঃ

ক. আদালত উক্ত রায়টি পাস করার সময় পক্ষগুলিকে নোটিশ দেয়নি যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হবে। লার্নড অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তি দিয়েছিলেন যে রুটিন পদ্ধতি না হয় তবে রিমান্ড করা যেতে পারে না যদি না এটি নির্দিষ্টভাবে

আবেদন করেছিলেন এবং রিট পিটিশনে একটি ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন **সৈয়দা রাহিমুন্নিসা বনাম মালান বি (মৃত)** আইনী প্রতিনিধিদের দ্বারা (২০১৬) ১০ এস. সি. সি ৩১৫-এ রিপোর্ট করা তাঁর যুক্তি সমর্থন করার জন্য যে আদালত আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন তৈরি না করলে আদালত বিষয়টিকে ট্রাইব্যুনালের কাছে রিমান্ডে নিতে পারত না।

খ. উক্ত রায়ে আদালত দশটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিল যা উভয় পক্ষের দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়নি বা শুনানির সময় বিচারকদের দ্বারা উল্লেখ করা হয়নি। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই টন রায়গুলির বিষয়ে পক্ষগুলিকে নজরে না রেখে আদালত প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি লঙঘন করেছে এবং সেই অনুযায়ী, এটি রেকর্ডে স্পষ্ট ভুল বা ত্রুটির সমান। তাঁর মতে এই ধরনের ভুল পর্যালোচনায় খুব ভালভাবে সংশোধন করা যেতে পারে কারণ এটি রায়টিকে একটি অনিয়মিত রায় করে তুলেছিল। তিনি আরও নির্ভর করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় **ডেলিয়া ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বনাম নূপুর মিত্রর** উপর, এ. আই. আর ২০১৮ ক্যাল ৮-এ তাঁর যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য রিপোর্ট করেছিলেন যে কোনও বিচার বিভাগীয় নজিরের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের সবচেয়ে প্রাথমিক নিয়ম লঙঘন করবে। তিনি আরও নির্ভর করেছিলেন গ্রাফটন আইজাক বনাম এমেরি রবার্টসন-এ প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের উপর, যা একটি 'নিয়মিত' আদেশ এবং একটি 'অনিয়মিত' ক্রম-এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য [১৯৮৪] ৩ ডাব্লুএলআর ৭০৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল।

গ. পর্যালোচনার জন্য মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেলের যুক্তি ছিল যে আদালত একটি বাধ্যতামূলক নজিরকে উপেক্ষা করেছে এবং মূল বিষয়টির সাথে কোনও যোগসূত্র না থাকা অপ্রাসঙ্গিক রায়ের উপর নির্ভর করেছে এবং সেই অনুযায়ী একটি পেটেন্ট ত্রুটি করেছে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে নজিরটি মারাত্মক এবং একটি প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্ট ত্রুটি সম্পর্কে অজ্ঞতা।

এই যুক্তিটির সমর্থনে তিনি এ. আর.-এর ৫৭ এবং ৭৬ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছিলেন। (১৯৮৮) ২ এস. সি. সি ৬০২-এ রিপোর্ট করা আন্তুলে বনাম ইউ. এস. নায়েক এবং (২০১4) ১৪ এস. সি. সি ৭৭-এ রিপোর্ট করা রাজস্থান রাজ্য বনাম সুরেন্দ্র মোহনোট।

ঘ. এরপর বিদ্বান অ্যাটর্নি জেনারেল পূর্ববর্তী ডিভিশন বেঞ্চে ১ ও ২ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষ থেকে দায়ের করা বিরোধী হলফনামার উপর নির্ভর করেন এবং উক্ত হলফনামার ১৩ পৃষ্ঠায় ৬ (খ) ও ৬ (গ) অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেন, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুক্তি দিয়েছিল যে, আইনের স্থিরীকৃত নীতি হল যে, মহার্ঘ ভাতা প্রদান ন্যায়সঙ্গত অধিকার নয় এবং যেহেতু এটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার নয়, তাই নির্দিষ্ট হারে বা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারের উপর আদালত কর্তৃক কোনও রিট জারি করা যাবে না। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে আদালত বিরোধীদের হলফনামায় করা এই উক্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম জি. সি. মান্দাওয়ারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুপাতটি এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৪৯৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে মহার্ঘ ভাতা হল এক্স গ্রেশিয়া পেমেন্ট এবং এর জন্য কোনও ম্যান্ডামাস রিট থাকবে না যা আদালত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল। একই পরিপ্রেক্ষিতে, বলা হয়েছে যে রায়ে সুস্পষ্ট এবং পেটেন্ট ত্রুটি রয়েছে যা পর্যালোচনা করা দরকার। উপরের যুক্তির সমর্থনে, তিনি জি. সি. মান্দাওয়ার (সুপ্রা)-এর রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বনাম আর. কে. জালপুরি (২০১৫) ১৫ এস. সি. সি ৬০২ এবং এ. কে-তে সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলির উপরও নির্ভর করেছিলেন। কৌল বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৫) ৪ এস. সি. সি ৭৩-এ ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ধারণার উপর জোর দেওয়ার জন্য রিপোর্ট করেছে।

গ. অন্যদিকে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, যে ভিত্তিগুলি অনুরোধ করা হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তি যে সত্ত্বেও

যথাযথ অধ্যবসায় এই আদালতের নজরে আনা যায়নি এবং এগুলি এমন ভিত্তি যার ভিত্তিতে পর্যালোচনার অধীনে আদেশটি সমতা এবং সংবেদনশীল ন্যায়বিচারের প্রশাসন-এর স্বার্থে পরিবর্তিত এবং/অথবা পর্যালোচনার জন্য দায়বদ্ধ।

ঘ. মারুতি রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড-বনাম-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (২০০৮) ১ সিএইচএন ৪৪২-এ রিলায়েন্সকে এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর স্থাপন করা হয়েছে যেখানে এই আদালতের একটি পূর্ণ বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে রতন লাল নাহাতা-বনাম-নাদিতা বোসের ক্ষেত্রে এ. আই. আর ১৯৯৯ ক্যাল ২৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং মাননীয়া সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের উপরও নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে এবং এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৯০৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।-

২২. এই আদালত কর্তৃক প্রণীত রিট বিধির পরিপ্রেক্ষিতে আমান্দামাসের আপিলের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১১৪ বা আদেশ ৪৭ প্রযোজ্য কি না, এই প্রশ্নটি ঘটনাক্রমে রতন লাল নাহাতভের ক্ষেত্রে এই আদালতের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সিদ্ধান্তে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। নাদিতা বোস ১৯৯৯ সালের ২৯ নং এ. আই. আর-এ রিপোর্ট করেছিলেন, যখন এস. বি. সিনহা, জে. (তখন তাঁর লর্ডশিপ হিসাবে) ৭৪ থেকে ৭৮ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যা পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের অন্য চারজন বিচারপতি গ্রহণ করেছিলেনঃ

ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি কার্যধারায় এখন উইল প্রসিডিউর কোডের প্রয়োগযোগ্যতার দিকে আসা যাক, আমরা খুব প্রান্তিকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারি যে ১৯৭৬ সালে সংশোধিত সিভিল প্রসিডিউর কোডের ১৪১ ধারাটি ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও কার্যধারায় উক্ত বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা বাদ দেয়।

এটি সত্য হতে পারে যে, এই আদালত কর্তৃক প্রণীত রিট বিধিমালার ৫৩ নং বিধির কারণে, মামলা সংক্রান্ত দেওয়ানি কার্যবিধিতে প্রদত্ত পদ্ধতিগুলি যতদূর সম্ভব বাস্তবসম্মত করা যেতে পারে, রিট জারি করার জন্য সমস্ত কার্যধারায় অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে, উক্ত নিয়মটি এই আদালত কর্তৃক প্রণীত নিয়মগুলির সাপেক্ষে, যেমন, মূল পার্শ্ব বিধি এবং আপিল পার্শ্ব বিধি যা নিয়ম ৪৮ থেকে প্রদর্শিত হবে। আপিল পার্শ্ব বিধি এবং মূল পার্শ্ব বিধিগুলি রিভিউ পিটিশনে অনুসরণ করা পদ্ধতি হিসাবে বিধান করে।

অতএব, ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও কার্যধারায় প্রতি বাহিনীতে কোড় অফ কোয়েল প্রসিডিউর প্রযোজ্য নয়, তবে শুধুমাত্র এর পদ্ধতিগত দিকগুলি মুটাটিস মিউটান্ডিস প্রযোজ্য। উপরন্তু রিট নিয়মের ৪৮ এবং ৫৩ ধারা অবশ্যই কোড অফ উইল প্রসিডিউরের ৪ (১) ধারার আলোকে পড়তে হবে যা লেটার্স পেটেন্ট, ভারত সরকার আইন, ১৯১৫-এর ১০৮ ধারা, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ২২৩ ধারা এবং ভারতের সংবিধানের ২২৫ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতাকে রক্ষা করে, এইভাবে বলা হয়েছে, আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে রিট নিয়মের ৫৩ নং বিধির মাধ্যমে রিট কার্যধারায় অর্ডার ৪৭ রুল ৫-কে টেলিস্কোপ করে কার্যকর করা যাবে না। হাইকোর্টের কার্যধারার ক্ষেত্রে আদেশ ৪৭ বিধি ৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের কাজকর্ম বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির যে ব্যাপক ক্ষমতা এখানে আগে লক্ষ্য করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই হ্রাস বা হ্রাস করা যাবে না। আমরা এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আদেশ ৪৭ বিধি ৫-এর প্রয়োগ এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে কেবল দেওয়ানি কার্যবিধি অধস্তন আদালত এবং অন্যান্য ট্রাইবুনেলে প্রযোজ্য।

এখানে পূর্বে লক্ষ্য করা কারণগুলি ছাড়াও, আমরা পুনরাবৃত্তি করি যে আদেশ ৪৭ বিধি ৫ সিভিল প্রসিডিউর কোডের ১১৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি করা হয়েছে যা কোনও রিট কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, পদ্ধতিগুলি এমন শর্তাবলীতে নির্ধারিত করা হয়েছে যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না

যেখানে একটি দেওয়ানি আদালত একটি মামলার বিচার করছে (হাইকোর্ট তার মূল এক্তিয়ার প্রয়োগের চেষ্টা করছে না) দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৪৭ বিধি ৫-এর বিধান দ্বারা আবদ্ধ, উচ্চ আদালত তার রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় তা নয়, কারণ পর্যালোচনার ক্ষমতা নেওয়া হয়।

ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট তার সমতা এখতিয়ারে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে এবং এইভাবে, যেহেতু এটিকে পক্ষগুলির প্রতি সমতা বজায় রাখতে হবে এবং তাদের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে হবে, তাই এর পর্যালোচনার ক্ষমতা কেবল কিউইল কার্যবিধির ১১৪ ধারা বা আদেশ ৪৭ বিধি ১-এর পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ নয় এবং সীমাবদ্ধ হতে পারে না। যুক্তি আদেশ ৪৭ বিধি ৫-এর সমতা দ্বারা কার্যত একটি রিট কার্যধারায় আকৃষ্ট হবে না।

পুরন সিং বনাম পাঞ্জাব মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ডিভিশন বেঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিচারপতি সিং বলেন যে, ১৯৭৪ সালের এসসি ২০১৫-এ রিপোর্ট করা বাবুভাই বনাম নন্দলাল মামলায় শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালের সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার আগেই এই বিধানগুলি প্রযোজ্য ছিল না এবং রায় দেওয়া হয়েছিল (এআইআর-এর প্যারা ৫)

"যদি ব্যাখ্যার কারণে, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কার্যক্রম বাদ দেওয়া হয়, তবে এই ধরনের কার্যধারার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব কোডের পদ্ধতি প্রয়োগ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কোডে মামলা সম্পর্কিত নির্ধারিত পদ্ধতিগুলি যদি রিট কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে এটি হাইকোর্টের সংবিধানের ২২৬ এবং ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালত দ্বারা অতিরিক্ত সাধারণ ক্ষমতার প্রয়োগকে হতাশ করতে পারে।

২৩. এই প্রসঙ্গে, **শিবদেও সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য** মামলায় শীর্ষ আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে, এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৯০৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল যে আদালত হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অনুমোদন করেছিল, তার আদেশটি ভারতের সংবিধান-এর ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে পাস হয়েছিলঃ-

"এটা বলা যথেষ্ট যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে এমন কিছু নেই যা হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেয় যা প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ এক্তিয়ারের আদালতে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে বা তার দ্বারা সংঘটিত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে দেয়। "

২৪. অতএব, একবার আমরা ধরে নিই যে উইল প্রসিডিউর কোডের ধারা ১১৪ বা অর্ডার ৪৭ রুল ১ রিট এক্তিয়ারের পুনর্বিবেচনার আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, আবেদনের নামকরণ তার গুরুত্ব হারায় এবং একই সাথে, পর্যালোচনার জন্য আবেদন দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইনে থাকা বিধানটি সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে না। **পুরন সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য** এ. আই. আর ১৯৯৬ এস. সি ১০৯২ -এ রিপোর্ট করেছে এবং তাই, এই ধরনের আবেদন বিবেচনা করার সময়, আদালত শুধুমাত্র বিবেচনা করবে যে এই ধরনের আবেদন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে দায়ের করা হয়েছে কিনা এবং এই প্রক্রিয়ায়, সিভিল প্রসিডিউর কোডের বিধানের অধীনে অনুরূপ আবেদন দায়ের করার জন্য সীমা আইনে নির্ধারিত সময়কালকে এই ধরনের আবেদন যুক্তিসঙ্গত সময়কাল-এর মধ্যে দায়ের করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঙ. ২০১৩ সালের ৮ নং এস. সি. সি ৩২০-তে প্রকাশিত কমলেশ ভার্মা-বনাম-মায়াবতী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ও নির্ভরশীল-

"২০.১. পর্যালোচনাটি কখন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবেঃ

(i) নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কার যা যথাযথ অধ্যবসায়ের অনুশীলনের পরে জ্ঞানের মধ্যে ছিল না আবেদনকারীর বা তার দ্বারা উপস্থাপিত করা যায়নি;

(ii) রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট ভুল বা ত্রুটি;

(iii) অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ।

ছাযু রাম বনাম নেক্তি [(১৯২১-২২) ৪৯ আইএ ১৪৪: (১৯২২) ১৬ এলডাব্লু ৩৭: এআইআর ১৯২২ পিসি ১১২]-তে "অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ" শব্দগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এই আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে **মোরান মার বাসেলিওস ক্যাথলিকস বনাম সর্বাধিক রেভারেন্ড মার পাওলোজ অ্যাথানাসিয়াস [এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৫২৬: (১৯৫৫) ১ এসসিআর ৫২০]** এর অর্থ "নিয়মে নির্দিষ্টকৃতগুলির সাথে কমপক্ষে সাদৃশ্যপূর্ণ ভিত্তিতে যথেষ্ট কারণ"। একই নীতিগুলি **ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম সান্দুর ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়রন ওরস লিমিটেড [(২০১৩) ৮ এস. সি. সি. ৩৩৭**: জে. টি. (২০১৩) ৮ এস. সি. ২৭৫]-এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

২০.২. যখন পর্যালোচনাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে নাঃ

(i) পুরানো এবং বাতিল যুক্তির পুনরাবৃত্তি উপসংহারিত রায়গুলি পুনরায় খোলার জন্য যথেষ্ট নয়।

(ii) অপ্রাসঙ্গিক আমদানির ছোটখাটো ভুল।

(iii) পুনর্বিবেচনার কার্যধারাকে মামলার মূল শুনানির সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

(iv) পর্যালোচনা রক্ষণযোগ্য নয় যদি না আদেশের মুখে প্রকাশিত বস্তুগত ত্রুটি তার সুস্থতাকে দুর্বল করে দেয় বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটায়।

(v) একটি পর্যালোচনা কোনওভাবেই ছদ্মবেশে একটি আবেদন নয় যার মাধ্যমে একটি ভুল সিদ্ধান্ত পুনরায় শোনা এবং সংশোধন করা হয় তবে কেবল পেটেন্ট ত্রুটির জন্য মিথ্যা।

(vi) এই বিষয়ে দুটি মতামতের সম্ভাবনা পর্যালোচনার ভিত্তি হতে পারে না।

(vii) রেকর্ডের মুখের উপর স্পষ্ট ত্রুটি এমন কোনও ত্রুটি হওয়া উচিত নয় যা খুঁজে বের করে অনুসন্ধান করতে হবে।

(viii) নথিভুক্ত প্রমাণের প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে আপিল আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে, এটি রিভিউ পিটিশনে অগ্রিম হওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না।

(ix) মূল বিষয়টি উত্থাপন করার সময় যে একই ত্রাণ চাওয়া হয়েছিল তা যখন বাতিল করা হয়েছিল, তখন পর্যালোচনা বজায় রাখা যায় না। "

চ. সুপ্রিম কোর্টের রায় **রাজস্থান রাজ্য-বনাম-সুরেন্দ্র মোহনোত (২০১৪) ১৪৪ এসসিসি ৭৭** - এ রিপোর্ট করেছেন প্রাসঙ্গিকতা বহন করেঃ-

" ২৬. মামলাটি হাতে রয়েছে, যেহেতু প্রকৃত অঙ্ক অপ্রমাণিত, তাই পর্যালোচনার জন্য আবেদনের জন্য দীর্ঘ-টানা যুক্তির প্রক্রিয়া প্রয়োজন ছিল না। আপিল আদালতের প্রদেশে এটির যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ছিল না। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, এটি একটি সুস্পষ্ট এবং সুস্পষ্ট ত্রুটি ছিল। একটি ভুল কর্তৃপক্ষ যার লিজের সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং এটি স্বীকার করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে বিদ্যমান বাধ্যতামূলক নজিরটি উপেক্ষা করা হয়েছিল। নিছক এক নজরে এটি রিট কোর্টের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত যে সিদ্ধান্তটি একটি ভুল কর্তৃপক্ষের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল। ত্রুটিটি স্ব-স্পষ্ট ছিল।" যখন এই ধরনের স্বতঃসিদ্ধ ত্রুটিগুলি আদালতের নজরে আসে এবং পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার বা প্রত্যাহারের এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলি সংশোধন করা হয় না, যা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে পূর্ণাঙ্গ এক্তিয়ারের একটি দিক, তখন ন্যায়বিচারের একটি গুরুতর ব্যর্থতা ঘটে। আপিলে ডিভিশন বেঞ্চ, আমরা ধরে নিই, রায়গুলি দেখার প্রয়োজনও মনে করেনি এবং এই সত্যটি সম্পর্কে নিজেকে অবহিত করেনি যে পর্যালোচনার জন্য একটি আবেদন ইতিমধ্যে বিদ্বান একক বিচারকের সামনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হয়েছিল। মনে হচ্ছে, এটি ক্ষণস্থায়ীভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৯৬ (৩) এ অন্তর্ভুক্ত নীতির প্রতি নিজেকে সম্বোধন করেছে, যার ফলস্বরূপ এটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আইনি দুর্বলতার ভার বহন করেছে।”

ছ. ১৯৬৩ সালের এ. আই. আর এস. সি ১৯০৯-এ রিপোর্ট করা **শিতবুদেব সিং-বনাম পঞ্জাব রাজ্য** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় আরও নির্ভর করেঃ-

১০. শ্রী গোপাল সিং-এর অন্য যুক্তিটি বিচারপতি খোসলার দ্বিতীয় আদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা কার্যত তাঁর পূর্ববর্তী আদেশের পর্যালোচনা করে। বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দেখান যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টকে তার নিজস্ব আদেশ পুনর্বিবেচনার কোনও ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি এবং তাই বিচারপতি খোসলার দ্বিতীয় আদেশটি এক্তিয়ারহীন ছিল। এটা বলার জন্য যথেষ্ট যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে এমন কিছু নেই যা হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেয় যা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে বা পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারের প্রতিটি আদালতে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে বা তার দ্বারা সংঘটিত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে বাধ্য করে। এখানে বিচারপতি খোসলার পূর্ববর্তী আদেশটি সেইসব ব্যক্তিদের স্বার্থকে প্রভাবিত করেছিল, যাঁদের তাঁর পূর্ববর্তী কার্যধারায় পক্ষভুক্ত করা হয়নি। তাঁদের অনুরোধে এবং তাঁদের শুনানির জন্য বিচারপতি খোসলা দ্বিতীয় আবেদনটি গ্রহণ করেছিলেন। এটি করার সময় তিনি কেবল প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি যা করতে চেয়েছিলেন তা করেছিলেন। বলা হয় যে আমাদের আগে উত্তরদাতাদের পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করার কোনও অধিকার ছিল না কারণ তারা পূর্ববর্তী কার্যধারায় পক্ষ ছিল না। যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, এটি সুনির্দিষ্টভাবে কারণ যে তাদের পূর্ববর্তী কার্যধারায় পক্ষভুক্ত করা হয়নি, যদিও তাদের স্বার্থ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, দ্বিতীয়টি আবেদনটি বিচারপতি খোসলা, দ্বারা বিনোদন করা হয়েছিল।

জ. ১৯৯৩ সালে এস. **নাগরাজ-বনাম-কর্ণাটক রাজ্যের** বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পূরক (৪) এস. সি. সি ৫৯৫ এর উপরও নির্ভর করা হয়ঃ-

১৮. ন্যায়বিচার এমন একটি গুণ যা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে। কার্যপ্রণালীর নিয়ম বা আইনের প্রযুক্তিগত দিকগুলি কোনওটাই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আদালতের আদেশটি কারও পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া উচিত নয়। স্থিরতার জন্য দৃষ্টিপাত সিদ্ধান্তের নিয়ম মেনে চলা হয় তবে এটি সরকারী আইনের মতো প্রশাসনিক আইনে ততটা নমনীয় নয়। এমনকি আইনও ন্যায়বিচারের সামনে ঝুঁকে থাকে। উচ্চতর আদালতগুলির দ্বারা প্রয়োগ করা রিট এখতিয়ারের পুরো ধারণাটি সমতা এবং ন্যায্যতার উপর ভিত্তি করে। যদি আদালত খুঁজে পায় যে আদেশটি একটি ভুলের অধীনে পাস করা হয়েছিল এবং এটি এক্তিয়ারটি প্রয়োগ করত না তবে ভুল অনুমানের জন্য যা আসলে বিদ্যমান ছিল না এবং এর অপরাধের ফলে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটবে তবে এটি কোনও নীতিগতভাবে ত্রুটি সংশোধন করতে বাধা হতে পারে না। কোনও আদেশ প্রত্যাহার করার বৈধ কারণ হিসাবে ভুল গ্রহণ করা হয়। পার্থক্যটি ভুলের প্রকৃতি এবং সংশোধনের সুযোগের উপর নির্ভর করে, এটি সত্য বা আইনের উপর নির্ভর করে। তবে যে মূল থেকে ক্ষমতা প্রবাহিত হয় তা অন্যায় এড়ানোর উদ্বেগ। এটি বিধিবদ্ধ বা সহজাত। আদালতের যেখানে ভুল হয় সেখানে পরেরটি উপলব্ধ। প্রশাসনিক আইনে এর পরিধি আরও বিস্তৃত। প্রযুক্তিগত দিকগুলি বাদ দিয়ে আদালত যদি অবিচারের বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়, তবে তার আদেশ প্রত্যাহার করে এটিকে ঠিক করা তার সাংবিধানিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা। এখানে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমাদের মধ্যে যে বেঞ্চের একজন (সাহাত, জে) সদস্য ছিলেন, সেই বেঞ্চ সমস্ত উপবৃত্তি স্নাতকদের প্রথম বিভাগের সহকারীর স্কেলে রাখার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছিল কারণ রাজ্য সঠিক তথ্য নথিতে আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এটি স্পষ্টতই এর পথে দাঁড়াতে পারে না। আদালত তার ভুল সংশোধন করছে। এই ধরনের অসম পরিণতি রাজ্য কর্তৃক দাখিল করা অস্পষ্ট হলফনামার কারণে এখন যা সামনে এসেছে তা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না। "

রিট আবেদনকারীর বক্তব্য

৪. শ্রী শক্তি পদ জানা, রিটের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী আবেদনকারী নিম্নলিখিত জমা দিয়েছেন-

ক. ১১ই জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের আদেশের পর্যালোচনার ভিত্তি আইন বা তথ্যের ভিত্তিতে টেকসই নয়। এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন রক্ষণযোগ্য নয় যদি না রেকর্ডের মুখে কোনও ত্রুটি স্পষ্ট না থাকে। কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তার এম. এসসি ডিগ্রি সম্পর্কে রিট পিটিশনারের পক্ষ থেকে কোনও দমন করা হয়নি। অন্য কথায়, কেবল নতুন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কারই পর্যালোচনার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি নয়। শুধু তাই নয়, পর্যালোচনার আবেদনকারী পক্ষকে এটাও দেখাতে হবে যে, এই ধরনের অতিরিক্ত বিষয় বা প্রমাণ তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না এবং যথাযথ অধ্যবসায়ের পরেও তা উপস্থাপন করা যায়নি।

খ. আপিলকারীর দ্বারা পুনর্বিবেচনার জন্য মূল ভিত্তি হল রিট আবেদনকারী বিনায়কের কাছ থেকে তার এম. এসসি ডিগ্রি অর্জন করেছেন মিশন বিশ্ববিদ্যালয় যা ইউজিসি দ্বারা অনুমোদিত নয়।

আবেদনকারী ২৭শে জুন, ২০১৩ তারিখের ইউজিসির একটি পাবলিক নোটিশের উপর নির্ভর করেছেন। উক্ত পাবলিক নোটিশটি প্রকাশ করে যে "দূরত্বের প্রোগ্রামগুলির শিক্ষার ক্ষেত্রে, কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিবেচিত কোনও প্রতিষ্ঠান, যা ভারত সরকার দ্বারা ২৬শে মে, ২০১০-এর পরে ঘোষিত হয়েছে, তাকে দূরত্ব মোডে কোর্স পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। ২৬শে মে, ২০১০-এর আগে ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠানটিকে তার কোনও অফ-ক্যাম্পাস কেন্দ্র/অফ- শোর ক্যাম্পাসগুলি ২৬শে মে, ২০১০-এর পরে থেকে দূরত্ব মোডে কোর্স পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

গ. তামিলনাড়ুর সালেমের বিনায়ক মিশন বিশ্ববিদ্যালয় (যা আনুষ্ঠানিকভাবে বিনায়ক মিশন রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামে পরিচিত ছিল) ইউজিসি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৩-এর অধীনে ঘোষিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় বলে বিবেচিত হয়। দূরত্ব শিক্ষা পরিষদ (ডিইসি) ২০০৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত দূরত্বের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রোগ্রামগুলির জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাক-প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ডিইসি, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ থেকে ৫ বছরের জন্য দূরত্বের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব শিক্ষা অনুষদের দ্বারা প্রদত্ত কোর্সগুলিকেও স্বীকৃতি প্রদান করে। উপরন্তু, ডিইসি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে তার চিঠি জারি করার তারিখ থেকে ৫ বছরের জন্য যা ২৮ ফেব্রুয়ারী ,২০০৭ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

প্রোগ্রাম-ভিত্তিক শিক্ষাবর্ষ ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ তিন বছরের জন্য এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল

ঘ. রিট আবেদনকারী ২০শে জুলাই, ২০১০ তারিখে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে দূরত্ব মোডের মাধ্যমে প্রোগ্রাম দেওয়ার জন্য ডিইসি-কে দেওয়া অনুমতির বৈধতার মধ্যে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে দূরত্ব মোডের মাধ্যমে তাঁর কোর্স সম্পন্ন করেন। রিট আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে তাঁর পরীক্ষায় উপস্থিত হন এবং তাঁর এম. এসসি পরীক্ষার শেষ তারিখ ছিল সেপ্টেম্বর, ২০১১। অতএব, ২৭শে জুন, ২০১৩ তারিখের পাবলিক বিজ্ঞপ্তি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অফ-ক্যাম্পাসের মাধ্যমে কোর্স দেওয়ার বিষয়ে নির্দেশ দেয়।

ঙ. রিট আবেদনকারী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরত্বের মাধ্যমে যে এম. এস. সি. গণিত অর্জন করেছিলেন, তা বিনায়ক মিশন বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা দেওয়া হয়েছিল, যা ইউ. জি. সি দ্বারা স্বীকৃত ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকায় রয়েছে।

চ. ২০১৬ সালের WP ৫৬৬২ (W) এ প্রদত্ত ১৬ মে, ২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশ তাৎক্ষণিক মামলায় প্রযোজ্য নয় কারণ আবেদনকারী তার এম.এসসি. কোর্সটি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা অনুষদ দ্বারা পরিচালিত দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিলেন, কোনও অধ্যয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে নয়।

ছ. শিক্ষাবর্ষ ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত তিন বছর ধরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠানগত স্বীকৃতি উপভোগ করছিল এবং এই আদালতের সামনে কোনও বিপরীত উপাদান উপস্থাপন করা হয়নি যে রিট আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের বাইরে একটি অধ্যয়ন কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন এবং শুধুমাত্র অধ্যয়ন কেন্দ্রে ডিইসি-তে কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন এবং মূল ক্যাম্পাসে নয়। অতএব, সেই পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত অবস্থান যে প্রাসঙ্গিক বছরগুলিতে এই সমস্ত কোর্স বিশেষত এম. এসসি ডিগ্রি কোর্স বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা কেবল মূল ক্যাম্পাসে পরিচালিত হয়েছিল তা গ্রহণ করতে হবে। রিট আবেদনকারীর শংসাপত্রটি আসল কিনা সে সম্পর্কিত প্রশ্নটিও সহকারী নিয়ন্ত্রক দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে।

জ. ২০২২ সালে এস. মধুসূদন রেড্ডি-বনাম-ভি. নারিয়ানা রেড্ডি মামলায় আই. এন. এস. সি ৮৪৬-এর রিপোর্টে সুপ্রিম কোর্টের রায় রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা -এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

"৩১. ঘটনাগুলির উপরের কালানুক্রমিকতা তাৎপর্য অর্জন করে কারণ এটি যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শন করে যে উত্তরদাতারা যদি সত্যিই সম্পর্কিত রাজস্ব রেকর্ডের প্রত্যয়িত অনুলিপি ফাইল করতে চান তবে তাদের জন্য বেশ কয়েকটি সুযোগ উপলব্ধ ছিল,

তাহসিলদারের সামনে ইচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া যা তারা কাজে লাগায়নি, তাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত কারণগুলির জন্য। প্রথম সুযোগটি আসে যখন উত্তরদাতারা আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২রা এপ্রিল, ২০০৫ তারিখের একপক্ষীয় আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দুটি কুইল রিভিশন পিটিশন দাখিল করে যা অনুমোদিত হয় এবং বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হয়; দ্বিতীয় সুযোগটি আসে যখন আপিল কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের প্রেরিত আপিলগুলি পুনর্বিবেচনা করে এবং আপিলকারীর স্বার্থে পূর্বসূরীদের পক্ষে ২৩শে মার্চ, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশ পাস করে; তৃতীয় সুযোগটি আসে যখন উত্তরদাতারা ২৩শে মার্চ, ২০১৩ তারিখের দ্বিতীয় সেট সিল রিভিশন পিটিশন পেশ করে যা হাইকোর্টের ৯ই জুলাই, ২০১৩ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশে শেষ হয়; চতুর্থ সুযোগটি আসে যখন উত্তরদাতারা ২০১৩ সালের ৯ই জুলাইয়ের সাধারণ রায় এবং আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য দুটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করে এবং ২০১৩ সালের ৯ই জুলাইয়ের আদেশটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

৩২. লক্ষণীয়ভাবে, এই আদালত উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা উল্লিখিত আবেদনগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে করা জমা দেওয়া বিষয়টিকে বিবেচনা করে যে তারা নথি দাখিল করার মতো অবস্থানে থাকবে না যা দেখায় যে সুরক্ষিত ভাড়াটিয়া এবং তাদের আইনী উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে ভাড়াটিয়া আত্মসমর্পণ করা হয়েছে, উত্তরদাতাদের উচ্চ আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। এর পরেই এটি ছিল যে উত্তরদাতারা এর প্রত্যয়িত অনুলিপি জমা দেওয়ার জন্য জেগে উঠেছিল

সেই নথিগুলি, জেরক্স অনুলিপিগুলি যা ইতিমধ্যে হাইকোর্টের সামনে উত্থাপিত দ্বিতীয় দফা পুনর্বিবেচনার পিটিশনে তাদের দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। এই অবস্থানের কারণে, উত্তরদাতাদের বলতে শোনা যায় না যে প্রশ্নযুক্ত নথিগুলি তাদের জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা হাইকোর্ট ৯ই জুলাই, ২০১৩ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশ পাস করার আগে রাজস্ব রেকর্ডের প্রত্যয়িত অনুলিপিগুলি তাদের দ্বারা উপস্থাপন করা যায়নি। দ্বিতীয় দফা পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিলের সময়, উত্তরদাতারা একটি আবেদন উত্থাপন করেন যে, একক বিচারপতি আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রাসঙ্গিক রেকর্ড বিবেচনা করেননি এবং ভুলভাবে একটি অনুসন্ধান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে ১৯৬৭ সালে সুরক্ষিত ভাড়াটিয়াদের দ্বারা জমি আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত ফাইলটি ল্যান্ড সিলিং ট্রাইব্যুনাল দ্বারা জমির সর্বোচ্চ সীমা চূড়ান্ত করার পরে পূর্ববর্তী তারিখ দিয়ে কারচুপি করা হয়েছিল। তবে, উত্তরদাতাদের টাকাপয়সার বক্তব্য ছাড়াও যে নথিগুলি বিবেচনা করা হয়নি, যা বিতর্কিত আদেশে প্রতিলিপি করা হয়েছে, হাইকোর্টের পূর্ববর্তী রায়ের পর্যালোচনায় এ জাতীয় কোনও বিবেচনা না করার পরামর্শ দেওয়া হয় না। বরং, এটি প্রতীয়মান হয় যে হাইকোর্ট তার সামনে উপলব্ধ নথিগুলি বিবেচনা করেছে, যার মধ্যে দ্বারা স্বীকৃত রাজস্ব নথির অনুলিপি অন্তর্ভুক্ত ছিল পক্ষগুলি এবং কিছু পর্যবেক্ষণ পাস করেছে। "

৩৩. পুনর্বিবেচনার আবেদনের দ্বিতীয় সেটে করা অভিমতগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে দাখিল করতে চাওয়া নথির আকারে নতুন উপাদান আবিষ্কারের বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। যখন উত্তরদাতাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এটি হয় যে প্রাসঙ্গিক নথিগুলি রাজস্ব রেকর্ডে সর্বদা উপলব্ধ ছিল এবং তারা ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পুনর্বিবেচনার কার্যধারার সময় এর জেরক্স অনুলিপি দাখিল করেছিল, তখন তাদের খুব কমই বলতে শোনা যায় যে উল্লিখিত নথিগুলি তাদের কাছে অজানা ছিল এবং অনুপলব্ধ ছিল

২০১৩ সালের ৯ই জুলাই তারিখের সাধারণ রায় ও আদেশ পাসের আগে বিদ্বান একক বিচারকের সামনে হাজির করা হচ্ছে। উপরের থেকে এটা স্পষ্ট যে উত্তরদাতারা দ্বিতীয় দফা পুনর্বিবেচনার আবেদন করার জন্য কোনও নতুন উপাদান আবিষ্কার করেননি। আদেশ XLVII রুল ১ কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর-এ নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য, কোনও পক্ষের পক্ষে এটি প্রতিষ্ঠিত করা সমীচীন যে নতুন উপাদান বা প্রমাণের আবিষ্কার ডিক্রি পাস হওয়ার সময় তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না, এবং আদেশ পাস করার আগে যথাযথ পরিশ্রম করার পরেও পক্ষটি এই জাতীয় নথি/প্রমাণের উপর হাত রাখতে পারত না। প্রাসঙ্গিক নথিতে প্রবেশাধিকারের জন্য যথাযথ অধ্যবসায়ের অনুশীলন করার চূড়ান্ত প্রমাণের কথা কী বলা যায়, দ্বিতীয় পর্যালোচনার পিটিশনে উত্তরদাতাদের দ্বারা এমন কোনও প্রমাণ দেওয়া হয়নি যে তারা আগে প্রশ্নযুক্ত নথিগুলি সনাক্ত করতে পারেনি বা ৯ জুলাই, ২০১৩ তারিখের সাধারণ আদেশ পাস হওয়ার আগে তারা এর প্রত্যয়িত অনুলিপি পাওয়ার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছিল, তবে কিছু দৃঢ়তার জন্য তা করতে পারেনি।

৩৪. অন্যভাবে বলতে গেলে, হলফনামায় এমন কিছু বলা হয়নি যা উত্তরদাতাদের দ্বারা নেওয়া আবেদনকে এত বিলম্বিত পর্যায়ে প্রমাণ করে যে, ৯ই জুলাই, ২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশ পাস হওয়ার পরে পুনর্বিবেচনার আবেদনের দ্বিতীয় সেটের সাথে তাদের দ্বারা দায়ের করা নথিগুলি প্রকাশ্যে এসেছিল। তাদের প্রদত্ত স্বাধীনতার আড়ালে, উত্তরদাতারা সুস্পষ্ট ফাঁকফোকরগুলি পূরণ করার এবং পুনর্বিবেচনার কার্যধারায় প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন যা তাদের ক্ষমতা ও দখলে ছিল এবং দিনের আলোকে অনেক আগে দেখা উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মনে হয় যে সিভিল রিভিশন পিটিশনগুলি মূলত এ যুক্তি দেওয়া হয়েছিল অন্যান্য বেশ কয়েকটি ভিত্তি, শুধুমাত্র রাজস্ব রেকর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়,

যা সমস্তই অযোগ্য বলে বিবেচিত এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। অতএব, আমাদের মনে রাখতে কোনও দ্বিধা নেই যে যথাযথ পর্যায়ে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে প্রাসঙ্গিক নথিগুলি উপস্থাপন না করা ৯ই জুলাই, ২০১৩ তারিখের রায় এবং আদেশের পর্যালোচনা চাওয়ার ভিত্তি হতে পারে না, বিশেষত যখন উপরের ৩১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পাঁচটি সুযোগ তাদের কাছে বলা নথিগুলি, যা সবগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছিল , একের পর এক উপস্থাপনের জন্য উপলব্ধ ছিল।

৩৬. উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলির দ্বিতীয় সেটটি আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের চেয়ে কম কিছু নয় এবং বিষয়টির যোগ্যতার মধ্যে না গিয়ে হাইকোর্টের দ্বারা রক্ষণযোগ্য নয় বলে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল। ফলস্বরূপ, বর্তমান আপিলগুলি অনুমোদিত হয়। ২৯শে এপ্রিল, ২০২২ তারিখের বিতর্কিত রায়টি বাতিল করা হয় এবং ২০১৩ সালের ৯ই জুলাই সিআরপি নং ২৭৮৬/২০১৩ এবং সিআরপি নং ২০১৩ এর ২৭৮৭ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। "

ঝ. মাদ্রাজ হাইকোর্টের এস. সিভান-বনাম-আঞ্চলিক অ্যাকাউন্টস অফিসার এবং ওআরএস-এর রায়টি এম. এ. এন. ইউ/টি. এন/-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যেখানে বিনায়ক মিশন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রির বৈধতার দিক সম্পর্কে নির্ভর করা হয়েছে যেখানে প্রোগ্রাম ভিত্তিক স্বীকৃতি ছিল ইউজিসি দ্বারা ২০১১-১২,২০১৩-১৪ থেকে দেওয়া হয়েছেঃ-

২৩. এই প্রসঙ্গে, এটি লক্ষণীয় যে ইউজিসির কৌঁসুলির অবস্থান ছিল যে, যতদূর পর্যন্ত অনুমোদন হয়েছে

ডিইসি, আইজিএনও কর্তৃক প্রদত্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের দূরত্ব শিক্ষা কোর্স শুধুমাত্র সদর দফতরে থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট এবং এর বাইরে নয়, যার অর্থ হল, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলি ইউজিসি দ্বারা অনুমোদিত বা স্বীকৃত ছিল না।

২৪. প্রাসঙ্গিক সময়কালে, ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ইউজিসির পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শদাতার দ্বারা বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং ২০১১-২০১২,২০১৩-২০১৪ থেকে, প্রোগ্রাম ভিত্তিক স্বীকৃতি ইউজিসি দ্বারা দেওয়া হয়েছিল।

২৫. অতএব, এই শিক্ষকদের ক্ষেত্রে, তাঁরা ২০০৭ অথবা ২০০৮ সালে কোর্সে যোগদান করেন এবং তাঁরা যথাক্রমে ২০০৮ অথবা ২০০৯ সালে কোর্স শেষ করেন। যেহেতু কোর্সের মেয়াদ এক বছর, তাঁরা ২০০৭ সালে যোগ দেন এবং ২০০৮ সালে শেষ করেন এবং যাঁরা ২০০৮ সালে যোগ দেন তাঁরা ২০০৯ সালে শেষ করেন।

২৬. এই দুটি একাডেমিক বছর বা ক্যালেন্ডার বছর, বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি উপভোগ করছিল এবং এই আদালতের সামনে এমন কোনও বিপরীত উপাদান উপস্থাপন করা হয়নি যে এই শিক্ষকরা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের বাইরে অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলিতে ভর্তি হয়েছিলেন এবং কেবল অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলিতে কোর্সটি সম্পন্ন করেছিলেন এবং মূল ক্যাম্পাসে নয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা গৃহীত অবস্থান যে প্রাসঙ্গিক বছরগুলিতে এই সমস্ত কোর্স বিশেষত M.Phil ডিগ্রি কোর্স বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা কেবল মূল ক্যাম্পাসে পরিচালিত হয়েছিল তা গ্রহণ করতে হবে।

২৭. যদি আমরা বিতর্কিত আদেশের দিকে তাকাই, যা রিট কোর্টের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, তাহলে নিরীক্ষা দল নিম্নলিখিত বিষয়ে আপত্তি তুলেছেঃ

২৮. নিরীক্ষা দল জানিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের জন্য অগ্রিম প্রণোদনা বৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে, তবে শিক্ষক উক্ত কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন কিনা এবং বিনায়ক মিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছেন কিনা, যদি তা হয়, তবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি ডিইসি, নয়াদিল্লি দ্বারা স্বীকৃত বা অনুমোদিত হয়েছিল কিনা এবং যদি তা হয় তবে উক্ত আদেশটি নিরীক্ষা দলের সামনে উপস্থাপন করা উচিত এবং যদি এই ধরনের কোনও আদেশ পেশ না করা হয় তবে বিভাগকে এই শিক্ষকদের অনুমোদিত অগ্রিম প্রণোদনা বৃদ্ধি বাতিল করতে হবে।

২৯. অতএব, নিরীক্ষা দল কর্তৃক একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, ডিইসি-র আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেওয়া বা অনুমোদন করা, যেমন, বিনায়ক মিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলব্ধ করা দূরত্ব শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করার জন্য, শিক্ষকদের দেওয়া অগ্রিম প্রণোদনা বৃদ্ধিতে হস্তক্ষেপ করার দরকার নেই, যদি এই ধরনের কোনও আদেশ না দেওয়া হয়, তবে তা বাতিল করা উচিত।

৩০. এখানে, সত্যটি রয়ে গেছে যে, যতদূর পর্যন্ত বিনায়ক মিশনের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত, এটিকে ডিইসি, আইজিএনও দ্বারা ২৮.০২.২০০৭ তারিখের আদেশ দ্বারা স্বীকৃতি বা অনুমোদনদেওয়া হয়েছে।

৩১. যদি তাই হয়, এমনকি নিরীক্ষা দলের মতেও, যেহেতু এই শিক্ষকরা তাদের অগ্রিম প্রণোদনা বৃদ্ধি পাওয়ার অধিকারী কারণ তাদের বৃদ্ধির আদেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং তারা উপভোগ করেছেন, তাই এটি বন্ধ বা বাতিল করার দরকার নেই।

৩২. এই অবস্থানটি উপস্থাপিত হলেও, বিদ্বান একক বিচারক রিট পিটিশনগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে বিদ্বান বিচারক সরকারের পাশাপাশি বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়ের করা পাল্টা হলফনামা বিবেচনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই শিক্ষকরা সরকারের এই অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রিম প্রণোদনা বৃদ্ধির অধিকারী নন যে তারা এই ধরনের প্রণোদনা বৃদ্ধির অধিকারী নন কারণ বিনায়ক মিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের দ্বারা প্রাপ্ত ডিগ্রি অনুমোদিত বা স্বীকৃত বা গৃহীত হতে পারে না।

৩৩. এই প্রসঙ্গে, রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান সরকারি উকিল জি.ও.এম.এস. নম্বর ৯১, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, তারিখ ০৩.০৪.২০০৯-এর উপর নির্ভর করেছেন এবং বলেছেন যে সরকার উক্ত জিও দ্বারা ঘোষণা করেছে যে চিঠিপত্র বা দূরত্ব শিক্ষা বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত এম.ফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি সরকারী নিয়োগ এবং স্ব-অর্থায়ন কলেজ সহ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রভাষক হিসাবে নিয়োগের জন্য অযোগ্য, তাই উল্লিখিত জি.ও.এম.এস. -এর আমদানি। ০৩.০৪.২০০৯ তারিখের ৯১ নম্বর, যদি এটি বাস্তবায়িত হয় তবে শিক্ষকদের অগ্রিম প্রণোদনা বৃদ্ধির সুবিধা বাড়ানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

৩৪, তবে, বিদ্বান সরকারি উকিলের দ্বারা প্রদত্ত উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য কারণ, উক্ত জি. ও শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কর্মসংস্থান পাওয়ার যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে, শিক্ষকরা, ইতিমধ্যে অর্জিত পূর্ববর্তী যোগ্যতা অনুযায়ী, শিক্ষক বা প্রভাষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন এবং এখন যে সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তা কেবল উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের জন্য অগ্রিম প্রণোদনা বৃদ্ধির অনুদান। অতএব, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ দ্বারা জারি করা জি.ও.এম.এস. ৯১ নম্বর তারিখ ০৩.০৪.২০০৯

উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনকারী শিক্ষকদের অগ্রিম প্রণোদনা বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে কিছু বলে না, তাই, শিক্ষিত সরকারী উকিলের দেওয়া যুক্তিটিও প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

৩৫. ফলস্বরূপ, এই রিট আপিলগুলিতে নিম্নলিখিত আদেশগুলি পাস করা হয়ঃ

০৬.০৯.২০১৮ তারিখের রিট কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। একটি সিক্যুয়েল হিসাবে, সংশ্লিষ্ট পিটিশনে রিট কোর্টের সামনে যে বিতর্কিত আদেশটি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, সেটিও এতটাই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে যে, যে শিক্ষকরা ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক সময়ে বিনায়ক মিশনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, সেই সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয় ডিইসি, আইজিএনওর অনুমোদন বা স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন, সেই সময়কালে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত উক্ত আপত্তিটি বজায় রাখা হবে না। অতএব, সেই ভিত্তিতে, এই শিক্ষকদের ইতিমধ্যে অনুমোদিত প্রণোদনা বৃদ্ধিকে বিঘ্নিত করার দরকার নেই। এই আদেশের কারণে যদি ইতিমধ্যেই এই শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি বাতিল বা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা এখানে আরোপ করা হয়েছে, তা হলে তা পুনরুদ্ধার করা হবে এবং বকেয়া হিসেব করে শিক্ষক/আবেদনকারীদের দেওয়া হবে। সেই পরিমাণ পর্যন্ত, এই সমস্ত রিট আপিল অনুমোদিত। কোনও খরচ নেই। সংযুক্ত বিবিধ আবেদনগুলি বন্ধ করা হয়।

বিশ্লেষণ এবং উপসংহার

৫. আমি পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত পরামর্শদাতাকে শুনেছি এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

৬. তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনের গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করার আগে, আমি অন্তর্নিহিত ক্ষমতার রূপরেখা তৈরি করা অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করি উচ্চ আদালতগুলির মধ্যে ন্যস্ত পর্যালোচনার কারণ হল

ভারতের সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে রেকর্ড আদালত এবং পর্যালোচনার আইন যেমন আজ বিদ্যমান।

৭. কেউই নিখুঁত নয়। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সময়ে ভুল করে। 'মানুষের কাছে ভুল করা' ইংরেজি ভাষার প্রাচীনতম প্রবাদগুলির মধ্যে একটি। যদিও আমরা সাংবিধানিক আদালতের বিচারক হিসাবে "আপনার প্রভুত্ব" হিসাবে সম্বোধন করা যেতে পারে, আমরা ত্রুটিহীন নই। এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে, এবং ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে, ভারতের সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে রেকর্ড আদালত হওয়ায়, তাদের নিজস্ব আদেশ পর্যালোচনা করার ক্ষমতা উচ্চ আদালতগুলিতে সহজাত। তবে, এই ক্ষমতার প্রয়োগ সীমাহীন নয় এবং কিছু শর্ত সাপেক্ষে। পর্যালোচনা ক্ষমতা চরম অধ্যবসায় এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে, অন্যথায় এটি এই জাতীয় ক্ষমতার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করবে।

৮. ভারতের সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্প্রতি এই আদালত রাধা ভট্টাদ-বনাম-রশ্মি সিমেন্ট লিমিটেডের ২০২৩ সালে রিপোর্ট করা এসসিসি অনলাইন ক্যাল ২৫৭০ রায়ে পুনর্ব্যক্ত করেছে

> "১৩. পর্যালোচনার ক্ষমতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে আদেশের মূল পর্যালোচনায় প্রবেশের ক্ষমতার আহ্বান করা হলে উৎসের সীমানা নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টগুলিকে রেকর্ডের আদালত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। রেকর্ডের আদালত হওয়ায়, হাইকোর্টগুলিকে রেকর্ড সংশোধন করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা দেওয়া হয়। "রেকর্ডের আদালত" শব্দটির অর্থ কেবল নথি রক্ষকরা নয়,

কিন্তু আইন অনুসারে তার এখতিয়ারের মধ্যে সঠিক রেকর্ড বজায় রাখার জন্য হাইকোর্টগুলির একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে যথাযথভাবে। আদেশ সংশোধন করার ক্ষমতা, যেখানে রেকর্ডের মুখে একটি আপাত ত্রুটি রয়েছে, তা রেকর্ড আদালত হিসাবে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা, যদিও একটি ভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত হয়, শিবদেব সিংয়ের মতো ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষভাবে বলেছিল যে গর্ভপাত রোধ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারের আদালত হিসাবে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হাইকোর্টকে ন্যায়বিচারের বাধা দেওয়ার জন্য ২২৬ অনুচ্ছেদে কিছুই নেই। "

৯. আমার পক্ষ থেকে ১৯০৮ সালের সিভিল প্রসিডিউর কোডের অর্ডার ৪৭ রুল ১ পুনরুত্পাদন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যা একটি রায় বা আদেশ পর্যালোচনা করা যেতে পারেঃ-

"(ক) নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কার থেকে যা যথাযথ অধ্যবসায়ের অনুশীলনের পরে আবেদনকারীর জ্ঞানের মধ্যে; ছিল না।

(খ) ডিক্রিটি পাস হওয়ার সময় আবেদনকারী দ্বারা এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়নি বা অর্ডার করা হয়েছে;

এবং

(c) মুখের উপর কিছু ভুল বা ত্রুটির কারণে রেকর্ডের বা অন্য কোনও যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

১০. ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৪৭ বিধি ১-এর অধীনে যে সীমার মধ্যে পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে, তা সুপ্রিম কোর্ট **এস. মুরালি সুন্দরম-বনাম-জ্যোতিবত কান্নন ও অন্যান্য.** ২০২৩ সালে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং আইএনএসসি ১৬১ মামলার সাম্প্রতিক রায়ে চিহ্নিত করেছে:-

"৫.১. উপরোক্ত বিষয়টি বিবেচনা করার সময় এই আদালতের আদেশ ৪৭ বিধি ১ এবং দেওয়ানি কার্যবিধির ১১৪ ধারার দুটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন? পেরি কানসাগ্রার (উপরে) ক্ষেত্রে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ধারা ১১৪ কোড অফ কুইল প্রসিডিউরের সাথে পঠিত আদেশ ৪৭ বিধি ১-এর অধীনে একটি আবেদনে পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, পর্যালোচনা আদালত তার নিজস্ব আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে না। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা আইনে অগ্রহণযোগ্য। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় যে পুনর্বিবেচনা ছদ্মবেশে আপিল নয়। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে কোনও ভুল সংশোধনের জন্য পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তবে কোনও দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প হিসাবে নয়। এই ধরনের ক্ষমতা ক্ষমতার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত সংবিধির সীমার মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি আরও দেখা গেছে যে এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং এমন একটি রায় পুনর্লিখন করার প্রবণতা প্রদর্শন করে যার দ্বারা বিতর্কটি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্ডার ৪৭ রুল ১ কোড অফ সিউইল এর অধীনে পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগ সম্পর্কিত পর্যালোচনা ক্ষমতা এবং নীতি প্রয়োগের সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করার পরে কার্যপ্রণালী এই আদালত নিম্নরূপ সংক্ষিপ্তসার করেছেঃ

(i) পুনর্বিবেচনার কার্যধারা আপিলের মাধ্যমে হয় না এবং এটি কঠোরভাবে অর্ডার ৪৭ রুল ১ কোড অফ সিওয়িল প্রসিডিউরের পরিধি এবং সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

(ii) কিছু ভুল হলে পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা রেকর্ডের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ত্রুটি পাওয়া গেছে কিন্তু ত্রুটি পাওয়া গেছে

অবশ্যই এমন একটি ত্রুটি হতে হবে যা কেবল রেকর্ডটি দেখার পরে অবশ্যই আঘাত করবে এবং যেখানে রয়েছে সেখানে কোনও দীর্ঘ-অঙ্কিত যুক্তির প্রক্রিয়া প্রয়োজন হবে না অনুমানযোগ্যভাবে দুটি মতামত দ্বারা হতে পারে।

(iii) পর্যালোচনার ক্ষমতা এই ভিত্তিতে প্রয়োগ করা যাবে না যে সিদ্ধান্তটি যোগ্যতার দিক থেকে ভুল ছিল।

(iv) পর্যালোচনার ক্ষমতা যে কোনও পর্যাপ্ত কারণেও প্রয়োগ করা যেতে পারে যা কোনও আদালত বা এমনকি কোনও উকিলের দ্বারা সত্য বা আইন এর একটি ভুল ধারণা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত।

(v) পর্যালোচনার জন্য একটি আবেদনের প্রয়োজন হতে পারে অ্যাক্টাস কিউরি নেমিনেম গ্রাভাবিট মতবাদের আহ্বান।

১১. **আর্টবাম তুলেশ্বর শর্মা-বনাম-আরিবাম পিশক** শর্মা মামলার রায়ে (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি ৩৮৯-এ, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা আপিল ক্ষমতার থেকে সহজাতভাবে আলাদা যা হাইকোর্টগুলিকে চ্যালেঞ্জ-এর অধীনে রায় বা আদেশে সমস্ত ধরণের ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করে :-

৩. জুডিশিয়াল কমিশনার তাঁর পূর্বসূরীর আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য দুটি কারণ দিয়েছিলেন। প্রথমটি ছিল যে তাঁর পূর্বসূরি দুটি গুরুত্বপূর্ণ নথি উপেক্ষা করেছিলেন। এ-১ এবং এ-৩ যা দেখায় যে উত্তরদাতারা বছরের মধ্যেও সাইটগুলির দখলে ছিলেন এবং অনুদান অবশ্যই ততদিনেও দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়টি ছিল যে আবেদনকারীকে প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি পেটেন্ট অবৈধতা ছিল, একক রিট পিটিশনে, বিভিন্ন উত্তরদাতাদের পক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। আমরা ভয় পাচ্ছি যে

বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় কমিশনারের দ্বারা উল্লিখিত কারণগুলির কোনওটিই পর্যালোচনার ভিত্তি গঠন করে না। শিবদেও সিংভে এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে এটি সত্য। পঞ্জাব রাজ্য [এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৯০৯] সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে এমন কিছু নেই যা কোনও হাইকোর্টকে পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেয় যা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে বা তার দ্বারা সংঘটিত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য পূর্ণাঙ্গ এক্তিয়ারের প্রতিটি আদালতে রয়েছে। **তবে, পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট সীমা নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কারের উপর পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে পর্যালোচনা চাওয়া ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যখন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তার দ্বারা উপস্থাপিত করা যায়নি; যেখানে রেকর্ডের মুখে কোনও ভুল বা ত্রুটি দেখা যায় সেখানে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে; এটি কোনও অনুরূপ ভিত্তিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, এটি এই ভিত্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে না যে সিদ্ধান্তটি যোগ্যতার ভিত্তিতে ভুল ছিল। এটি আপিল আদালতের এক্তিয়ার হবে। পর্যালোচনার ক্ষমতাকে আপিল ক্ষমতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না যা একটি আপিল আদালতকে অধস্তন আদালত কর্তৃক কৃত সমস্ত ধরনের ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করতে পারে।**

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১২. **পার্সিওন দেবী-বনাম-সুমিত্রি দেবী** (১৯৯৭) ৮ এস. সি. সি ৭১৫-তে রিপোর্ট করেছেন যে, সুপ্রিম কোর্ট পুনর্ব্যক্ত করেছে যে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৪৭ বিধি ১-এর অধীনে একটি ভুল সিদ্ধান্ত "পুনরায় শোনা এবং সংশোধন" করা যাবে নাঃ-

৭.	এটা ঠিক যে পুনর্বিবেচনার কার্যধারা কঠোরভাবে অর্ডার ৪৭ রুল ১ সিপিসি-র আওতায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। থুঙ্গভদ্রা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম এপি সরকার [এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৩৭২: (১৯৬৪) ৫ এসসিআর ১৭৪] (১৮৬ পৃষ্ঠায় এসসিআর) মামলায় এই আদালত মতামত দিয়েছেঃ

"যাইহোক, আমরা এখন যে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন তা হল ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরের আদেশে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল যে এই মামলায় আইনের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন জড়িত ছিল না তা কি 'রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট ত্রুটি')। এই সত্য যে পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে আদালত একই ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে রায় দিয়েছিল যে আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তা চূড়ান্ত হবে না, কারণ পূর্ববর্তী আদেশটি নিজেই ভুল হতে পারে। একইভাবে, বিবৃতিটি ভুল হলেও, এটি অনুসরণ করা হবে না যে এটি একটি 'রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি' ছিল, কারণ একটি পার্থক্য রয়েছে যা বাস্তব, যদিও এটি সর্বদা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নাও হতে পারে, নিছক ভুল সিদ্ধান্ত এবং একটি সিদ্ধান্তের মধ্যে যা "আপাত ত্রুটি" দ্বারা কলুষিত হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একটি পর্যালোচনা কোনওভাবেই ছদ্মবেশে আপিল নয় যার মাধ্যমে একটি ভুল সিদ্ধান্ত পুনরায় শোনা এবং সংশোধন করা হয়, তবে এটি কেবল পেটেন্টের জন্য মিথ্যা ত্রুটি। "

(জোর দেওয়া হল)

৮. আবার, **মীরা ভঞ্জা বনাম নির্মলা কুমারী চৌধুরী** [(১৯৯৫) ১ এস. সি. সি ১৭০] মামলায় অনুমোদনের সাথে আরিবাম তুলেশ্বর শর্মা বনাম আরিবাম পিশাক শর্মা [(১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি ৩৮৯/- এর একটি অংশ উদ্‌ধৃত করে এই আদালত আরও একবার রায় দিয়েছে যে পুনর্বিবেচনার কার্যধারা আপিলের মাধ্যমে নয় এবং কঠোরভাবে অর্ডার ৪৭ রুল ১ সিপিসির পরিধি এবং সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৯. **<u>আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ সিপিসি-র অধীনে একটি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে যদি রেকর্ডের মুখে কোনও ভুল বা ত্রুটি স্পষ্ট হয়। একটি ত্রুটি যা স্ব-স্পষ্ট নয় এবং যুক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা সনাক্ত করতে হয়, রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি হিসাবে বলা যায় না যা আদালতকে অর্ডার ৪৭ রুল ১ সিপিসি-র অধীনে তার পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ন্যায্যতা দেয়। আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ সিপিসি-র অধীনে এক্তিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি ভুল সিদ্ধান্ত "পুনরায় শোনা এবং সংশোধন করা" অনুমোদিত নয়। একটি পুনর্বিবেচনার পিটিশন, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এর একটি সীমিত উদ্দেশ্য রয়েছে এবং "অসম্মানজনকভাবে আপিল" হওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।</u>**

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৩. পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট **পরমজিৎ সিং এল. আর. এস-র মাধ্যমে-বনাম-গুরদিয়াল সিং এবং অন্যান্যদের** -এর সাম্প্রতিক রায়ে **পার্সিওন দেবী-বনাম-সুমিত্রি দেবী (**উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত আইনটি উল্লেখ করেছে এবং ২০২২ সালে রিপোর্ট করা এসসিসি অনলাইন পি এবং এইচ ১৬৩৭ পুনর্ব্যক্ত করেছে :-

"কৌঁসুলি তাঁর যুক্তিতে আরও আত্ম-দ্বন্দ্ব এবং আত্ম-পরাজয়ের অবস্থানের বিষয়গুলি উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং যা একটি পর্যালোচনার আবেদনে বিবেচনায় নেওয়া যায়নি এবং এটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যা উত্তরদাতার পক্ষে পরামর্শদাতার দ্বারা নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছে যিনি '**শশী (ডি) থ্রু এলআরএস বনাম অরবিন্দক্ষণ নায়ার** (২০১৭) ২ আরসিআর (সিউআইএল) ৩৬৩ এবং '**পার্সন দেবী বনাম সুমিত্রি দেব** (১৯৯৭) ৪ আরসিআর (সিউআইএল) ৪৫৮' শিরোনামের রায়গুলি উদ্ধৃত করেছেন; যেখানে শীর্ষ আদালত বলেছে যে একটি পর্যালোচনাকে একটি ত্রুটিপূর্ণ আবেদন পাওয়ার জন্য ছদ্মবেশ হিসাবে অনুমতি দেওয়া যাবে না

সিদ্ধান্ত পুনরায় শুনুন এবং সংশোধন করুন এবং ব্যবহার করতে হবে পরবর্তী আদালতে এই আদালতের আপিলের উপর আদেশ আরোপ করার পরিবর্তে রেকর্ডগুলিতে যে কোনও ত্রুটি পেটেন্ট সংশোধন করার জন্য আদেশ ৪৭ বিধি ১ সিপিসি-র আওতায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কারণের জন্য তাত্ক্ষণিক পর্যালোচনা এসেছে। যেহেতু, এই আদালত রেকর্ডে এমন কোনও ভুল বা ত্রুটির মুখোমুখি হতে পারে না যা স্বতঃসিদ্ধ হতে পারে এবং এমন কোনও ব্যাখ্যা যা প্রক্রিয়া দ্বারা আবেদনকারীর পক্ষে পরামর্শদাতার দ্বারা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়। এই মুহূর্তে যুক্তি বিবেচনা করা যায় না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৪. এস মধুসূদন রেড্ডি-বনাম-নারায়ণ রেড্ডি (উপরে) মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট সীমিত ভিত্তিতে জোর দিয়েছিল যার ভিত্তিতে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যেতে পারে :-

১৮. উপরোক্ত বিধানগুলির দিকে এক নজরে তাকালে এটা স্পষ্ট হয় যে, (১) নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ যা যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে আবেদনকারীর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা ডিক্রি পাস হওয়ার সময় বা আদেশ দেওয়ার সময় তার দ্বারা উপস্থাপন করা যায়নি; (এটি) রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট কিছু ভুল বা ত্রুটির কারণে; অথবা (iii) অন্য কোনও যথেষ্ট কারণ-এর জন্য, তা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার আবেদন রক্ষণযোগ্য হবে।

১৯. কর্নেল অবতার সিং সেখোং বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াল ২ মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে পূর্ববর্তী আদেশের পর্যালোচনা করা যাবে না যদি না আদালত সন্তুষ্ট হয় যে উপাদানগত ত্রুটি যা অর্ডারের মুখে প্রকাশ পায়, তার ফলাফল হবে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা অথবা এর সুস্থতাকে দুর্বল করে দেওয়া, পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপঃ

১২. পর্যালোচনা কোনও নিয়মিত প্রক্রিয়া নয়। এখানে আমরা শ্রী কপিলের বক্তব্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে শোনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে কোনও পক্ষকে আঘাত করা হয়েছে এমন কোনও অনুভূতি দূর করা যায়। তবে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আদেশটি পর্যালোচনা করতে পারি না যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হয় যে, আদেশের মুখে যে বস্তুগত ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, তা এর দৃঢ়তা হ্রাস করে বা ন্যায়বিচারের অপব্যবহারের ফলস্বরূপ কান্তে বনাম শেটখ হাবিব! এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ

'একটি রায়ের পর্যালোচনা একটি গুরুতর পদক্ষেপ এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে এটির আশ্রয় নেওয়া কেবল তখনই সঠিক যেখানে একটি সুস্পষ্ট বাদ দেওয়া বা পেটেন্ট ভুল বা গুরুতর ত্রুটির মতো বিচারিক ভুলের কারণে আগে ঘটেছিল।... বর্তমান পর্যায়টি একটি কুমারী ভিত্তি নয় বরং পূর্ববর্তী আদেশের পর্যালোচনা যা চূড়ান্ততার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

'(জোর দেওয়া হয়েছে)

২০. পার্সিওন দেবী বনাম সুমিত্রি দেবী-তে বলা হয়েছে যে, একটি ত্রুটি যা স্বতঃসিদ্ধ নয় এবং যা যুক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা সনাক্ত করতে হবে, তাকে ত্রুটি হিসাবে বর্ণনা করা যায় না আদালতের অনুশীলনের জন্য রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট

১৫. আইনী প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে শ্রী রাম সাহু (মৃত)-বনাম-বিনোদ কুমার রাওয়াত এবং অন্যান্যরা (২০২১) ১৩ এস. সি. সি ১-এ রিপোর্ট করেছেন, সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষা করার পরে পূর্বসূরীরা পর্যালোচনার নীতিগুলির পুনরাবৃত্তি এবং বর্ণনা করেছেন-

"৭.১. হরিদাস দাস বনাম ঊষা রান্ত বনিক [হরিদাস দাস বনাম ঊষা রানী বনিক, (২০০৬) ৪ এস. সি. সি. ৭৮/আদেশ ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত ১১৪ সি. পি. সি ধারার পরিধি ও পরিধি বিবেচনা করে

নিয়ম ১সি. পি. সি এটি ১৪ থেকে ১৮ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পালন করা হয়ঃ (এস. সি. সি. পিপি.)

"১৪. মীরা ভঞ্জা বনাম নির্মলা কুমার চৌধুরী [মীরা ভঞ্জা বনাম নির্মলা কুমারী চৌধুরী, (১৯৯৫) ১ এস. সি. সি ১৭০] মামলায় বলা হয়েছিল যেঃ (এস. সি. সি পিপি. ১৭২-৭৩, অনুচ্ছেদ ৮)

৮. এটা ঠিক যে পুনর্বিবেচনার কার্যক্রম আপিলের মাধ্যমে হয় না এবং আদেশ ৪৭ বিধি ১ সিপিসির পরিধি ও সীমার মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আদেশ ৪৭ বিধি ১-এর অধীনে আদালতের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গে, ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদেশগুলি পুনর্বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্টের কাছে উপলব্ধ অনুরূপ এখতিয়ার নিয়ে কাজ করার সময়, এই আদালত আরিবাম তুলেশ্বর শর্মবের মামলায়। অরিবাম পিশাক শর্মা [আরিবাম তুলেশ্বর শর্মা বনাম আরিবাম পিশাক শর্মা, (১৯৭৯) ৪ এসসিসি ৩৮৯] চিন্নাপ্পা রেড্ডির মাধ্যমে কথা বলার সময়, জে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ (এসসিসি পৃ. ৩৯০, অনুচ্ছেদ ৩)

"৩... এটা সত্য... সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়ার মতো কিছুই নেই যা পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারের প্রতিটি আদালতে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে বা তার দ্বারা সংঘটিত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে বাধ্য করে। তবে, পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কারের উপর, যা যথাযথ অধ্যবসায়ের প্রয়োগের পরে পুনর্বিবেচনার আবেদনকারী ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা আদেশ দেওয়ার সময় তার দ্বারা উপস্থাপিত করা যায়নি; এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে কোনও ভুল বা ত্রুটি রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট দেখা যায়, এটি কোনও অনুরূপ ভিত্তিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, এটি এই ভিত্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে না যে সিদ্ধান্তটি যোগ্যতার ভিত্তিতে ভুল ছিল। এটি আপিল আদালতের প্রদেশ হবে। পর্যালোচনার ক্ষমতাকে আপিল ক্ষমতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না যা একটি আপিল আদালতকে অধস্তন আদালত কর্তৃক কৃত সমস্ত ধরনের ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করতে পারে।

১৫. আদেশ ৪৭ বিধি ১-এর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোনও রায় বা আদেশের পুনর্বিবেচনা চাওয়া যেতে পারেঃ (ক) নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কার থেকে যা যথাযথ অধ্যবসায়ের প্রয়োগের পরে আবেদনকারীর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না; (খ) এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ আবেদনকারী দ্বারা সেই সময়ে উপস্থাপন করা যায়নি যখন ডিক্রিটি

পাস করা হয়েছিল বা আদেশ দেওয়া হয়েছিল; এবং (গ) রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট কিছু ভুল বা ত্রুটির কারণে বা অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণে।

১৬. আরিবাম তুলেশ্বর শর্মবে. আরিবাম পিশাক শর্মা [আরিবাম তুলেশ্বর শর্মবে. আরিবাম পিশাক শর্মা, (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি ৩৮৯/- তে, এই আদালত রায় দেয় যে পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, কোডের ধারা ১৫১ সহ পাঠ করা আদেশ ৪৭ বিধি ১-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল যা অনুমোদিত হয়েছিল এবং জুডিশিয়াল কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করা হয়েছিল এবং রিট পিটিশন খারিজ করা হয়েছিল। এই আদালতে একটি আবেদনের ভিত্তিতে এটি নিম্নরূপ ছিলঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৩৯০, অনুচ্ছেদ ৩)

৩. এই আদালত শিবদেব সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (শিবদেব সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৯০৯) মামলায় যেমন মন্তব্য করেছে, তা সত্য। সংবিধানের ২২৬ নং অনুচ্ছেদে এমন কিছু নেই যা কোনও হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেয় যা পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারের প্রতিটি আদালতে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে বা তার দ্বারা সংঘটিত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে বাধ্য করে। তবে, পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কারের উপর, যা যথাযথ অধ্যবসায়ের প্রয়োগের পরে পুনর্বিবেচনার আবেদনকারী ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যখন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তার দ্বারা উপস্থাপিত হতে পারে না; এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে রেকর্ডের মুখে কোনও ভুল বা ত্রুটি স্পষ্ট দেখা যায়; এটি কোনও অনুরূপ ভিত্তিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, এটি এই ভিত্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে না যে সিদ্ধান্তটি যোগ্যতার ভিত্তিতে ভুল ছিল। এটি আপিল আদালতের প্রদেশ হবে। পর্যালোচনার ক্ষমতাকে আপিল ক্ষমতার সাথে বিভ্রান্ত করা উচিত নয় যা একটি আপিল আদালতকে অধস্তন আদালত কর্তৃক কৃত সমস্ত ধরণের ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করতে পারে।

১৭. মীরা ভাঞ্জা [মীরা ভাঞ্জা বনাম নির্মলা কুমারী চৌধুরী, (১৯৯৫) ১ এস. সি. সি. ১৭০]-তে আরিবাম মামলার রায় [আরিবাম তুলেশ্বর শর্মা বনাম আরিবাম পিশাক শর্মা, (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি. ৩৮৯] অনুসরণ করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, এটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে পর্যালোচনার এখতিয়ার অর্জনের জন্য রেকর্ডের মুখে একটি স্পষ্ট ত্রুটি অবশ্যই এমন একটি ত্রুটি হতে পারে যা কেবল রেকর্ডটি দেখার জন্য আঘাত করতে পারে এবং এর জন্য কোনও দীর্ঘ টানা যুক্তির প্রক্রিয়া প্রয়োজন হবে না। একটি ত্রুটি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি

সত্যনারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ হেগড়ে বনাম মল্লিকার্জুন ভাবনাপ্পা তিরুমালে [সত্যনারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ হেগড়ে বনাম মল্লিকার্জুন ভাবনাপ্পা তিরুমালে, এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি. ১৩৭]-এর নথিতেও উল্লেখ করা হয়েছেঃ (এ. আই. আর. পিপি. , অনুচ্ছেদ ১৭)

'১৭... একটি ত্রুটি যা অনুমানযোগ্যভাবে দুটি মতামত থাকতে পারে এমন পয়েন্টগুলির উপর যুক্তির দীর্ঘ-টানা প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তা রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি হিসাবে বলা যায় না। যেখানে একটি অভিযুক্ত ত্রুটি স্ব-স্পষ্ট থেকে অনেক দূরে এবং যদি এটি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে এটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, দীর্ঘ এবং জটিল যুক্তি দ্বারা, এই জাতীয় ত্রুটি উচ্চতর আদালতের এই জাতীয় রিট জারি করার ক্ষমতা পরিচালনাকারী নিয়ম অনুসারে শংসাপত্রের রিট দ্বারা নিরাময় করা যায় না।

১৮. পার্সিওন দেবী বনাম সুমিত্রিত দেবী [পার্সিওন দেবী বনাম সুমিত্রী দেবী, (১৯৯৭) ৮ এস. সি. সি. ৭১৫] মামলায় এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক। আরিবাম [আরিবাম তুলেশ্বর শর্মব. আরিবাম পিশাক শর্মা, (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি. ৩৮৯] এবং মীরা ভাঞ্জা [মীরা ভাঞ্জা বনাম নির্মলা কুমারী চৌধুরী, (১৯৯৫) ১ এস. সি. সি. ১৭০]-এর রায়ের উপর নির্ভর করে এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৭১৯, অনুচ্ছেদ ৯)

'৯. অর্ডার ৪৭ রুল ১-সিপিসি-র অধীনে একটি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে যদি রেকর্ডের মুখে কোনও ভুল বা ত্রুটি স্পষ্ট হয়। একটি ত্রুটি যা স্ব-স্পষ্ট নয় এবং যুক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা সনাক্ত করতে হয়, রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি হিসাবে বলা যায় না যা আদালতকে অর্ডার ৪৭ রুল ১ সিপিসি-র অধীনে তার পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ন্যায্যতা দেয়। অর্ডার ৪৭ রুল ১ সিপিসি-র অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য' পুনরায় শুনানি এবং সংশোধন 'অনুমোদিত নয়। একটি পর্যালোচনা পিটিশন, এটি অবশ্যই

৭.২. **লিলি থমাস বনাম ভারত সরকার** [লিলি থমাস বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০০০) ৬ এস. সি. সি. ২২৪:২০০০ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ১০৫৬]-এ দেখা গেছে যে, ভুল সংশোধনের জন্য পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে কোনও দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প হিসাবে নয়। এই ক্ষমতাগুলি ক্ষমতার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত সংবিধির সীমার মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উক্ত সিদ্ধান্তে আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে অর্ডার ৪৭ রুল ১-সিপিসি-তে প্রদর্শিত "অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ" শব্দগুলির অর্থ অবশ্যই "নিয়মে নির্দিষ্টকৃতগুলির সাথে কমপক্ষে সাদৃশ্যপূর্ণ ভিত্তিতে যথেষ্ট কারণ" হতে হবে যা ছাজ্জু রাম বনাম নেকট [ছায়ু রাম বনাম নেকট, ১৯২২ এস. সি. সি অনলাইন পিসি ১১: (১৯২১-২২) ৪৯ জে. এ ১৪৪: এ. আই. আর ১৯২২ পিসি ১১২] -তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল

এবং মোরান মার বাসেলিটোস ক্যাথলিকস বনাম মার পাউলোস অ্যাথানাসিয়াস [মোরান মার বাসেলিওস ক্যাথলিকস বনাম মার পাওলোজ অ্যাথানাসিয়াস, এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৫২৬]। মামলায় এই আদালত কর্তৃক অনুমোদিত।

৭.৩. ইন্দরচাঁদ জৈন বনাম মতিলাল [ইন্দরচাঁদ জৈন বনাম মতিলাল, (২০০৯) ১৪ এস. সি. সি. ৬৬৩: (২০০৯) ৫ এস. সি. সি. (সি. ডব্লিউ.) ৪৬১]-এর ৭ থেকে ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

৭. সিভিল প্রসিডিউর কোডের ১১৪ ধারায় (সংক্ষেপে "কোড") একটি দেওয়ানি আদালত এবং ফলস্বরূপ আপিল আদালত দ্বারা পর্যালোচনার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কোডের ১১৪ ধারায় "পূর্বোক্ত বিষয়" শব্দের অর্থ ১১৩ ধারায় বর্ণিত হিসাবে নির্ধারিত শর্ত এবং সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে, কোডের আদেশ ৪৭-এ অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিগত শর্তগুলি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। কোডের ধারা ১১৪ যদিও আদালতের ক্ষমতার উপর কোনও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে না তবে কোডের আদেশ ৪৭-এ এই ধরনের সীমাবদ্ধতার ব্যবস্থা করা হয়েছে; যার নিয়ম ১ নিম্নরূপ পড়েঃ (কমল সেনগুপ্ত মামলা [স্টেট অফ ডব্লিউ. বি. বনাম কমল সেনগুপ্ত, (২০০৮) ৮ এস. সি. সি ৬১২: (২০০৮) ২ এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) ৭৩৫], এস. সি. সি পৃ. ৬৩১, অনুচ্ছেদ ১৭)

'১৭. একটি সিউইল আদালতের রায়/সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা ১১৪সি. পি. সি-তে পাওয়া যায়। যে কারণগুলির ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা চাওয়া যেতে পারে তা অর্ডার ৪৭ রুল ১সি. পি. সি-তে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১. রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন-(১) যে কোনও ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুব্ধ বলে মনে করেন-

(ক) একটি ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা যার থেকে একটি আপিল অনুমোদিত, কিন্তু যার থেকে কোনও আপিল পছন্দ করা হয়নি,

(খ) একটি ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা যা থেকে কোনও আপিল অনুমোদিত নয়, অথবা

(গ) ছোট কারণের আদালতের একটি রেফারেন্সের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে,

এবং যিনি, নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কার থেকে, যা যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে, তাঁর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা ডিক্রি পাস বা আদেশ দেওয়ার সময় তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত করা যায়নি, বা রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট কিছু ভুল বা ত্রুটির কারণে, বা অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণে, তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা ডিক্রি বা আদেশের পর্যালোচনা পেতে চান,

যে আদালত ডিক্রিটি পাস করেছে বা আদেশ দিয়েছে তার রায়ের পর্যালোচনার জন্য আবেদন করুন।

৮. পুনর্বিবেচনার আবেদনটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে যখন আদেশটি রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট ত্রুটির সম্মুখীন হয় এবং এটি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। রাজেন্দ্র কুমার বনাম রামভাই [রাজেন্দ্র কুমার বনাম রামভাত, (২০০৭) ১৫ এসসিসি ৫১৩: (২০১০) ৩ এসসিসি (সিআরআই) ৫৮৪/এই আদালতে রায় দেওয়া হয়েছেঃ (এসসিসি পৃ. ৫১৪, অনুচ্ছেদ ৬)

৬. পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাগুলি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণের প্রথম এবং সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়তা হল যে আদেশ, যার পুনর্বিবেচনা চাওয়া হয়েছে, আদেশের মুখে যে কোনও ত্রুটি দেখা দেয় এবং আদেশটিকে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। এই ধরনের কোনও ত্রুটি না থাকলে, রায়/আদেশের সাথে সংযুক্ত চূড়ান্ততাকে বিঘ্নিত করা যাবে না।

৯. নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ার ক্ষেত্রেও আদালত পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে যা যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও আবেদনকারীর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যখন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তার দ্বারা উপস্থিত করা যায়নি। যদি কোনও ভুলের কারণে আদেশটি পাস করা হয় তবে পর্যালোচনার জন্য আবেদনও থাকবে। উপরন্তু, পর্যালোচনার জন্য আবেদন অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণেও থাকবে।

১০. এটি কোনও সন্দেহ বা বিতর্কের বাইরে যে পর্যালোচনা আদালত তার নিজস্ব আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে বসে না। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা আইনে অগ্রহণযোগ্য। এটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম গঠন করে যে একবার কোনও রায় স্বাক্ষরিত বা উচ্চারিত হলে তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। এটিও সাধারণ যে কোনও আদেশ পর্যালোচনার জন্য অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা হয় না।

১১. লিলি থমাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় (লিলি থমাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (২০০০) ৬ এস. সি. সি ২২৪:২০০০ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১০৫৬) এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি পৃ. ২৫১, অনুচ্ছেদ ৫৬)

'৫৬. অতএব, পর্যালোচনার ক্ষমতা কোনও ভুল সংশোধনের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে তবে কোনও দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প হিসাবে নয়। এই ক্ষমতাগুলি ক্ষমতার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত সংবিধির সীমার মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পর্যালোচনাকে ছদ্মবেশে আপিল হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।'

৮. অভিধানের অর্থ হল "পর্যালোচনা" শব্দের অর্থ হল "দেখার কাজ, সংশোধনের উদ্দেশ্যে আবার কিছু দেওয়া বা উন্নতি।

"এটি অস্বীকার করা যায় না যে পর্যালোচনাটি একটি সংবিধির সৃষ্টি। প্যাটেল নর্শু থাকেরশি বনাম প্রদ্যুম্নসিংহজি অর্জুনসিংজি [প্যাটেল নর্শি থাকেরশি বনাম প্রদ্যুম্নসিংহজিত্ অর্জুনসিংজি, (১৯৭১) ৩ এস. সি. সি ৮৪৪]-তে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে পর্যালোচনার ক্ষমতা কোনও সহজাত ক্ষমতা নয়। এটি অবশ্যই আইন দ্বারা নির্দিষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা প্রদত্ত হতে হবে। পর্যালোচনাটিও ছদ্মবেশে আপিল নয়।

৯ কার্যধারার মুখে যা একটি স্পষ্ট ত্রুটি বলে বলা যেতে পারে তা এই আদালত দ্বারা মোকাবিলা করা হয়েছে এবং বিবেচনা করা হয়েছে। বাসপ্পভ. টি. নাগপ্পা/টি. সি. বাসপ্পা বনাম টি. নাগপ্পা, এ. আই. আর ১৯৫৪ এস. সি ৪৪০/। এটি বিবেচিত হয় যে এই ধরনের ত্রুটি একটি ত্রুটি যা একটি পেটেন্ট ত্রুটি এবং নিছক ভুল সিদ্ধান্ত নয়। হরি বিষ্ণু কামাথভ. সৈয়দ আহমেদ ইশাক [হার্ট বিষ্ণু. কামথ বনাম সৈয়দ আহমেদ _ ইশাক, (১৯৫৫) ১ এস. সি. আর ১১০৪: এ. আই. আর ১৯৫৫ এস. সি ২৩৫৩], এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২৪৪, অনুচ্ছেদ ২৩)

২৩. এটি অপরিহার্য যে এটি নিছক ত্রুটির চেয়ে আরও বেশি কিছু হওয়া উচিত; এটি অবশ্যই এমন একটি হতে হবে যা অবশ্যই রেকর্ডের মুখে প্রকাশ করতে হবে। যাইহোক, এই বিষয়টির প্রসঙ্গে আসল অসুবিধা নীতির বিবৃতির ক্ষেত্রে ততটা নয় যতটা কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে হয়। কখন একটি ত্রুটি নিছক ত্রুটি হওয়া বন্ধ করে দেয় এবং রেকর্ডের সামনে একটি ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে? উভয় পক্ষের বিদ্বান পরামর্শদাতারা এমন কোনও স্পষ্ট নিয়মের পরামর্শ দিতে পারেননি যার দ্বারা দুটি শ্রেণীর ত্রুটির মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১৬. আমি মেসার্স নর্দার্ন ইন্ডিয়া ক্যাটারার্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-বনাম-লিমিটেডের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উল্লেখ করাও বিচক্ষণ বলে মনে করি। দিল্লির রাজ্যপাল (১৯৮০) ২ এস. সি. সি. ১৬৭, যেখানে এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল-

৮. এটা ঠিক যে, কোনও পক্ষ কেবল পুনরায় শুনানি এবং মামলার নতুন সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করার অধিকারী নয়। স্বাভাবিক নীতি হল যে আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায় চূড়ান্ত, এবং সেই নীতি থেকে বিচ্যুতি কেবল তখনই ন্যায়সঙ্গত হয় যখন যথেষ্ট এবং আকর্ষণীয় চরিত্র এটি করা প্রয়োজনঃ সায়ান সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য [এআইআর ১৯৬৫ এসসি ৮৪৫: (১৯৬৫) ১ এসসিআর ৯৩৩,৯৪৮: (১৯৬৫) ১ এসসিজে ৩৭৭]। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল শুনানির সময় কোনও বস্তুগত বিধিবদ্ধ বিধানের দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ না করা হয়, তবে আদালত তার রায় পুনর্বিবেচনা করবেঃ জি. এল. গুপ্ত। ডি. এন. মেহতা [(১৯৭১) ৩ এসসিসি ১৮৯:১৯৭১ এসসিসি (সিআরআই) ২৭৯: (১৯৭১) ৩ এসসিআর ৭৪৮,৭৫০]। যদি কোনও প্রকাশ্য ভুল করা হয় এবং সম্পূর্ণ ও কার্যকর ন্যায়বিচার করার জন্য একটি আদেশ পাস করা প্রয়োজন হয় তবে আদালত তার রায় পুনরায় খুলতে পারেঃ ও. এন. মহিন্দ্রু বনাম জেলা জজ, দিল্লি [১৯৭১) ৩ এসসিসি ৫ (১৯৭১) ২ এসসিআর ১১,২৭]। সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে তার রায় পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই ক্ষমতা সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনও আইনের বিধান বা ১৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত নিয়মের সাপেক্ষে। একটি সিউইল কার্যধারায়, পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন শুধুমাত্র কোড অফ সিউইল প্রসিডিউরের অর্ডার ৪৭ রুল ১-এ উল্লিখিত ভিত্তিতে এবং একটি ফৌজদারি কার্যধারায় রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট ত্রুটির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় (অর্ডার ৪০ রুল ১, সুপ্রিম কোর্ট রুলস, ১৯৬৬)। তবে কার্যধারার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, এটি বিতর্কের বাইরে যে একটি পর্যালোচনা কার্যধারাকে মামলার মূল শুনানির সাথে তুলনা করা যায় না এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের চূড়ান্ততা পুনর্বিবেচনা করা হবে না "যেখানে একটি সুস্পষ্ট বাদ দেওয়া বা পেটেন্ট ভুল বা গুরুতর ভুলের কারণে এর আগে ত্রুটি দেখা দিয়েছে ": সো চন্দ্র

কান্টে বনাম শেখ হাবিব [(১৯৭৫) ১ এস. সি. সি ৬৭৪:১৯৭৫ এস. সি. সি (কর) ২০০: (১৯৭৫) ৩ এস. সি. আর ৯৩৩]।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৭. এই মুহুর্তে, আমার মন পি. এন.-এ জে. কৃষ্ণ আইয়ার, ঈশ্বরা আইয়ার এবং ওআরএস-ভি-রেজিস্ট্রার, -এর মার্জিত কথাগুলিতে ফিরে যায়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট (১৯৮০) ৪ এস. সি. সি ৬৮০-তে রিপোর্ট করেছেঃ-

আমার পর্যবেক্ষকের অনিয়ন্ত্রিত পর্যালোচনা কখনই নিয়ম ছিল না। এটি অবশ্যই যথাযথ ভিত্তিতে সমর্থিত হতে হবে। অন্যথায়, প্রতিটি হতাশ মামলাকারী নিয়মিত পর্যালোচনার অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারে এবং এইভাবে প্রাথমিক স্ক্রিনিং বা যত্নশীল ফাইনালের জন্য দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষা করা 'কুমারী' ডকেটগুলির নিষ্পত্তি বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার, আরও বলেছেনঃ

"অন্যথায়, পর্যালোচনার জন্য তুচ্ছ প্রস্তাবগুলি মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে 'জুয়া' উপাদানকে প্রজ্বলিত করবে, এমনকি সর্বোচ্চ আদালতও রায়গুলির চূড়ান্ততার সাথে সাসপেন্সের মধ্যে ফেলে দেবে। যদি, প্রতিটি পরাজিত পক্ষের 'রিভিউ' লাকি ডিপে ঝাঁকুনি থাকে এবং যদি কিছু ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে নোটিশ জারি করা হয় তবে পরেরটি-এবং অবশ্যই, প্রথমটি-খুব ব্যয় এবং উদ্বেগের মধ্যে ফেলা হবে। চূড়ান্ততার অত্যন্ত গম্ভীরতা, বিচারিক ন্যায়বিচারের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ, হতাশ হবে যদি এই ধরনের একটি খেলা জনপ্রিয় হওয়ার কথা ছিল।

১৮। পর্যালোচনার আইনটি চমৎকারভাবে স্পষ্ট যেখানে আপিলকারীর আবিষ্কারটি দেখানোর জন্য আদেশ চাওয়া প্রয়োজন

নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ যা যথাযথ এবং পর্যাপ্ত অধ্যবসায় সত্ত্বেও আদালতের নজরে আনা যায়নি। একটি আপিল পর্যালোচনা হিসাবে আড়াল করা যায় না, এবং হাইকোর্টগুলি তাদের নিজস্ব আদেশ পর্যালোচনা করার সময় অবশ্যই উপরে বর্ণিত নীতিগুলি মনে রাখতে হবে। আদালতগুলি তাদের পর্যালোচনা এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় তৃতীয় আম্পায়ার হিসাবে কাজ করে এবং কেবলমাত্র রেকর্ডের মুখোমুখি একটি ত্রুটি দেখার ক্ষমতা রাখে। যদি আদালতগুলিকে যে ত্রুটির উপর পর্যালোচনা চাওয়া হয়েছে তার সন্ধানে যাত্রা শুরু করতে হয়, তবে সেই ত্রুটিটিকে রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি হিসাবে অভিহিত করা যায় না। পর্যালোচনা এখতিয়ারকে দ্বিতীয় সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না পক্ষগুলি নতুন করে তর্ক করার জন্য একটি রায় বা আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ।

১৯. তাত্ক্ষণিক মামলায় ফিরে এসে, এটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট যে আপিলকারীর দ্বারা আক্রান্ত ত্রুটিগুলি এই আদালতের ১১ই জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের আদেশ এর পর্যালোচনার যোগ্য নয়।

২০. এই আদালতে আপিলকারীরা রিট আবেদনকারীর এম. এসসি শংসাপত্রের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যা তাকে উচ্চতর বেতন গ্রেডের অধিকারী করেছে। তবে, আপিলকারীরা এটি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে যে যথাযথ যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, তারা রিট আবেদনকারীর এম. এসসি শংসাপত্রের কথিত অযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেনি। এই আদালতের নোটিশ বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে আপিলকারীর ব্যর্থতা

এই আদালতের সামনে এমএসসি শংসাপত্রের একটি ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না যা এই আদালতকে ১১ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের আদেশ পর্যালোচনা/প্রত্যাহারের জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।

২১. উপরন্তু, এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি এমন কোনও ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত নয় যা রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট, বরং এই আদালতকে রিট আবেদনকারীর এম.এসসি শংসাপত্র আবেদনের বৈধতা পরীক্ষা করতে হবে যা পর্যালোচনার আওতায় নেই।

নীতিগুলি

২২. আমি উপরোক্ত আলোচনা থেকে নীচের উদ্ভূত নীতিগুলি তুলে ধরেছি -

ক. ভারতের সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে রেকর্ড আদালত হওয়ায়, হাইকোর্টগুলি তাদের আদেশ পর্যালোচনা/প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতার অস্তিত্বও ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয়।

খ. পর্যালোচনার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সিভিল প্রসিডিউর কোড, ১৯০৮-এর আদেশ ৪৭ বিধি ১ সহ পঠিত ধারা ১৫১-এর সীমার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

গ. পুনর্বিবেচনার কার্যধারাকে আপিল হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং নির্দেশাবলীকে কঠোরভাবে সিভিল প্রসিডিউর কোড, ১৯০৮-এর আদেশ ৪৭ বিধি ১। -এর অধীনে নির্ধারিত ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

একটি বিষয় পর্যালোচনার অধীনে "পুনর্বিবেচনা" করা যাবে না, এবং তার যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করা হয়েছে।

ঘ. পর্যালোচনা ক্ষমতা আপাততঃ আপিল ক্ষমতার থেকে পৃথক, যা আদালতকে কোনও রায় বা আদেশের মধ্যে উপস্থিত সমস্ত ধরনের ত্রুটি সংশোধন করার অনুমতি দেয়। শুধুমাত্র নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ যা যথাযথ যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও পূর্ববর্তী সময়ে আদালতে আনা যায়নি, তা আবিষ্কার করলেই আদালত তার নিজস্ব পর্যালোচনা করতে পারে।

ঙ. কোনও রায় বা আদেশের পুনর্বিবেচনার যোগ্যতার ত্রুটির জন্য, এটি অবশ্যই রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি হতে হবে। যদি আদালতকে ত্রুটিটি অনুসন্ধান করতে হয়, তবে এটিকে রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি হিসাবে অভিহিত করা যাবে না এবং কোনও পক্ষকে অধিকার দেবে না একটি রায়ের পর্যালোচনা চাইতে।

নির্দেশাবলি

২৩. উপরোক্ত আলোচনা এবং ফলাফলের আলোকে, এটি স্পষ্ট যে এই আদালতের ১১ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের আদেশটি পর্যালোচনা করার কোনও ভিত্তি নেই।

২৪.	তদনুসারে, ২০২১-এর আর. ভি. ডব্লিউ ১৬৩ খারিজ করা হয়েছে এবং অন্তর্বর্তী আবেদনগুলি হল ২০২১-এর সি. এ. এন ১ এবং সি. এ. এন ৩ ২০২৩ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। খরচ হিসাবে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৫.	এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সহজেই উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি শেখর বি. সরাফ,)

অক্টোবর ০৫,২০২৩

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly